POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ (النساء:19)

এবং ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে, যাহারা মন্দকর্ম করিতে থাকে এমনকি যখন তাহাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়,তখন সে বলে, 'এখন আমি নিশ্চয় তওবা করিলাম'; এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 29

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 16 জুলাই, 2020 24 যুল কাদা 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

যে ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের জন্য সম্মান ও আত্মাভিমান নেই, আল্লাহ্ তা'লাও তার সম্মান ও আত্মভিমানের পরোয়া করেন না, সে যেই হোক না কেন। এমন ব্যক্তি ধার্মিক মুসলমান নয়। খোদার কথাকে তুচ্ছ মনে করো না এবং তাদেরকে দয়ারপাত্র মনে কর যারা অন্ধবিশ্বাসের কারণে সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে শান্তির যুগে কারো আগমণের প্রয়োজন কি?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আহমদীয়াতের দ্বারা ইসলামের প্রতিরক্ষা

বর্তমান যুগে হস্তিবাহিনীর ন্যায় ইসলামের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। মুসলমানদের অবস্থা জরাজীর্ণ; ইসলাম অসহায় আর হস্তিবাহিনী শক্তিশালী, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই একই দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি করতে চান। তিনি ক্ষুদ্র পাখিদের দ্বারাই কার্য সমাধা করবেন, যেমনটি ইতিপূর্বে করেছেন। তাদের তুলনায় আমাদের জামাত কি? তাদের মতৈক্য, শক্তি ও প্রাচুর্যের কাছে আমরা নগণ্য। কিন্তু আমরা হস্তিবাহিনীর (আসহাবে ফিল) ঘটনা সামনে রেখে দেখি যে কিরূপ প্রবোধযুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার উপরও একই ইলহাম হয়েছে যা থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন নিজের কাজ করে দেখাবে। তবে এর উপর তারাই বিশ্বাস রাখে যারা কুরআনকে ভালবাসে। যদি কুরআনকে না ভালবাসে, ইসলামের প্রতি অনুরাগ না থাকে, এ সব বিষয় নিয়ে কেন চিন্তিত হবে? ইসলাম এবং ঈমানের অর্থই হল নিজের চিন্তাধারা এবং আশা-আকাঙ্খাকে খোদা তা'লার অনুরূপ করা। যে ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের জন্য সম্মান ও আত্মাভিমান নেই, আল্লাহ্ তা'লাও তার সম্মান ও আত্মভিমানের পরোয়া করেন না, সে যেই হোক না কেন। এমন ব্যক্তি ধার্মিক মুসলমান নয়। খোদার কথাকে তুচ্ছ মনে করো না এবং তাদেরকে দয়ারপাত্র মনে কর যারা অন্ধবিশ্বাসের কারণে সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে শান্তির যুগে কারো আগমণের প্রয়োজন কি? তাদের জন্য পরিতাপ। তারা দেখে না যে ইসলাম কিভাবে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে এবং চতুর্দিক থেকে এর উপর একের পর এক আক্রমণ হচ্ছে, রসূল করীম (সা.)-এর অবমাননা হচ্ছে। এরা তবু বলে যে কারো আগমণের প্রয়োজন নেই।

রাজদ্রোহ আইন থেকে ইসলামই উপকৃত হতে পারে

রাজদ্রোহ আইন আমাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কেবল আমরাই এর থেকে উপকৃত হতে পারি। অন্যান্য ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য এটিও একটি মাধ্যম হবে। কেননা আমাদের কাছে তো পরমার্থিক সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের অকুত ভাণ্ডার রয়েছে। আমরা বিরামহীনভাবে তা বিতরণ করে যাব, কিন্তু আর্যসমাজী বা পাদ্রীরা কোন তত্ত্বজ্ঞান উপস্থাপন করবে? পাদ্রীরা বিগত পঞ্চাশ বছরে কি দেখিয়েছে? গালি ছাড়া কি তারা কিছু উপস্থাপন করতে পারে যে ভবিষ্যতে করবে? হিন্দুদের হাতেও আপত্তি করা ছাড়া আর কিছু নেই। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে যদি কোনও আর্যসমাজী বা পাদ্রীকে নিজেদের ধর্মের ঔৎকর্ষ ও সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করার জন্য আহ্বান করা হয় তবে তারা আমার সামনে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারবে না।

প্রতিবিধান

ধর্মের প্রথম ইঁটটি হল খোদাকে চেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি সঠিক স্থানে স্থাপিত না হয়, অন্যান্য কর্ম কিভাবে ত্রুটিমুক্ত হতে পারে। খ্রীষ্টানরা অপরের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা নিয়ে অনেক আপত্তি করে এবং এর মূলে হল কাফ্‌ফারা-র ন্যায় নীতি বহির্ভূত মতবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আমি বুঝতে পারি না যে কাফ্‌ফারা বা প্রতিবিধান মতবাদের উপস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি বা তাঁর কাছে দায়বদ্ধ থাকার ভয় কিভাবে থাকতে পারে? খ্রীষ্টানরা কি বিশ্বাস করে না যে আমাদেরকে পাপমুক্ত করতে মসীহকে নির্মম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, এতটাই যে তাকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত হতে হয়েছিল এবং তিন দিন নরক যাপন করতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় পাপের শাস্তি যদি পেতেই হয়, তবে কাফ্‌ফারা বা প্রতিবিধানের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হল? প্রতিবিধানের নীতিই তো পাপকে প্রশয় দেয়। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ যে মতবাদে বিশ্বাসী, সেই মতবিশ্বাস তার অভ্যন্তরে গভীর প্রভাব রাখে। লক্ষ্য কর, হিন্দুদের নিকট গায় অত্যন্ত পবিত্র এবং শ্রদ্ধেয়। এর প্রভাব এতটাই যে গোমূত্র এবং গোবরও তাদের নিকট পবিত্র এবং তা পবিত্রকরণে ব্যবহার্য। গায়ের প্রতি এদের এই সীমাহীন মোহ ও আবেগের কারণেই এই অবধারণা মূল ধর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্মরণ রেখো! নীতি হল জননীসদৃশ আর কর্ম তার সন্তান। মসীহ্‌র দ্বারা যখন কাফ্‌ফারা সম্পন্ন হল আর সে ঈমানআনয়কারীদের সমস্ত পাপের বোঝা তুলে নিলেন, তবে কি কারণে মনুষ পাপ থেকে বিরত থাকবে? আশ্চর্যের বিষয় হল খ্রীষ্টানরা যখন নিজেদের কাফফারা সম্পর্কে কথা বলে, তখন তারা খোদা তা'লার দয়া ও ন্যায়বিচার দিয়ে শুরু করে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যদি যায়েদের পরিবর্তে বাকারকে ফাঁসি দেওয়া হয়, তবে তা কেমন ন্যায়বিচার আর এর মধ্যে দয়া কোথায়? যখন এই নীতি অনিবার্য হিসেবে আখ্যা পায় যে সমস্ত পাপ তিনিই বহন করছেন, এমনকি যে সমস্ত পাপ এখনও সংঘটিত হয় নি সেগুলিও তিনি নিজের উপর চাপিয়েছেন- তবে পাপে লিপ্ত না হওয়ার কোন্ বাধাটি অবশিষ্ট থাকল? যদি এই নির্দেশ থাকত যে তৎকালীন যুগের খ্রীষ্টানদের কাফফারা হয়েছে, তবে তা ভিন্ন বিষয় ছিল। কিন্তু যখন ধরে নেওয়া হয় যে কিয়ামত পর্যন্ত সেই সমস্ত মানুষের পাপের বোঝাও যীশু মসীহ নিয়ে গেছেন যারা এখনও জন্ম নেয় নি, এবং তার শাস্তিও ভোগ করেছেন, সেক্ষেত্রে একজন পাপীকে ধৃত করা কতটা অন্যায় কাজ? প্রথমত, নিরপরাধীকে পাপের শাস্তি দেওয়াই তো অন্যায়। দ্বিতীয় অন্যায় হল প্রথমে পাপের বোঝা মসীহ্‌র কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া এবং পাপীদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়া যে তোমাদের পাপের বোঝা তিনি তুলে নিয়েছেন, তবুও যখন তারা পাপ করে তখন ধৃত হয়। এ এক এমন তঞ্চকতা যার সুদুত্তর খ্রীষ্টানরা কখনও দিতে পারবে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬০-১৬২)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রসুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ এবং ব্যঙ্গ চিত্রের বাস্তবিকতা

(তৃতীয় খুতবার শেষাংশ)

এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীদেরকে আমি একথাই বলতে চাই যে , এটা নিখাদ মিথ্যা এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

যাই হোক এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীদেরকে আমি প্রথমত বলতে চাই যে এটা নিখাদ মিথ্যা এবং **মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত** । যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই একই কথা তোমরা পুনরায় উচ্চারণ কর। কিন্তু কখনই তা করতে পারবেনা যদি সামান্য পরিমাণও খোদার ভয় থাকে। যদিও এমনিতেই এদের মধ্যে খুব সামান্যই খোদার ভয় রয়েছে। কিন্তু যদি তারা একথা নাও উচ্চারন করে থাকে তা সত্বেও তারা এত প্রকান্ড ধরণের মিথ্যা কথা বলে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর এই দোয়ার আওতায় এসে পড়েছে। যাই হোক জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে এমন নিন্দনীয় আচরণ অতীতেও হয়ে এসেছে এবং নিরন্তর হয়ে চলেছে। আর যখনই নিজেদের ধারণায় আমাদের পিঠে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অকৃতকার্যতার মুখ দেখায় এবং জামাতে আহমদীয়ার সাথে নিজের ভালবাসা প্রকাশ করে যা পূর্বের চাইতে বেশি কল্যাণ নিয়ে আসে।

কার্টুন বিবাদের বিরুদ্ধে জামাত আহমদীয়ার প্রতিক্রিয়া ও প্রচেষ্টা।

যেদিন থেকে এই কার্টুন বিবাদ আরম্ভ হয়েছে সর্বপ্রথম জামাত আহমদীয়া এর বিরুদ্ধে মুখর হয়েছিল এবং সেই পত্রিকাকে নিবৃত করার চেষ্টা করেছিল। পূর্বেও আমি একথার উল্লেখ করেছি। তারপর ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে আমরা পুনরায় এই পত্রিকাগুলিকে লিখেছিলাম এবং অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে আমাদের ভাবাবেগ ব্যক্ত করেছিলাম । যখন আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব সেখানে পত্রিকায় লিখেছিলেন সে সময় আমি কাদিয়ানে ছিলাম । পত্রিকায় আমাদের মুবাল্লিগের সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিক্রিয়া কি এবং এরা ভংচুর প্রদর্শন করার পরিবর্ত্তে আঁ হযরত(সাঃ) এর উত্তম আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে চাই , এটা লেখার পর লিখেছে যে এর অর্থ এই নয় যে (ইমাম সাহেবের ইন্টারভিউ ছিল) ইমাম এই কার্টুনের কারণে কষ্ট পাননি বরং তাঁর অন্তর কার্টুনের আঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ হয়েছে। বরং এই কষ্ট তাঁকে তাৎক্ষনিকভাবে এই সকল কার্টুনের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তিনি সেই প্রবন্ধ লেখেন এবং তা সেখানে ডেনমার্কের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অপরদিকে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর আঁ হযরত(সাঃ) এর প্রতি ভালবাসাই ছিল যা জামাতের মধ্যেও এমন ভালবাসার আগুন লাগিয়ে দিয়েছে যে ইউরোপে খ্রীষ্টান থেকে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামে আগত ইউরোপীয় বাসিন্দারাও এই অনুরাগ ও ভালবাসায় আপ্লুত রয়েছে।

সুতরাং ডেনমার্কের আমাদের একজন আহমদী মুসলমান আব্দুস সালাম ম্যাডসন সাহেবের সাক্ষাতকারও Venster Bladet পত্রিকায় ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটা একটা দীর্ঘ সাক্ষাতকার। এর কিছু অংশ আমি আপনাদেরকে শোনাবো।

এর অনুবাদ হল এই যে, ম্যাডসন সাহেব আরও বলেছেন যে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে মুসলমান দেশগুলির প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলা উচিৎ ছিল। কেননা মানুষ এই সব কার্টুনগুলি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যদি প্রধানমন্ত্রী মুসলমান দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের সাথে কথা বলে নিত তবে তারা জানতে পারত যে এটি কত গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় ছিল। এবং এর কিরূপ পরিণাম হতে পারতো। আর যে প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে এটা অবিকল সেটাই যা আমি এই কার্টুনগুলি প্রকাশিত হওয়ায় অনুভব করছিলাম , যে এমন প্রতিক্রিয়া সামনে আসবে। কেননা নবী করীম(সাঃ) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জীবনের প্রত্যেকটি প্রেক্ষিক ও বিভাগের জন্য দৃষ্টান্ত। যখন এমন সত্তার উপর অবমাননাকর আক্রমন করা হয় তা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কষ্টদায়ক বিষয় এবং এর কারণে সে মর্মাহত হয়।

আব্দুস সালাম ম্যডিসন বলেন যে ইউ ল্যান্ড পোস্টন যেটা সেখানকার পত্রিকা তারা এই সব কার্টুন প্রকাশিত করে কি অর্জন করল। এরপর পত্রিকা আরও লেখে যে ম্যাডিসন সাহেব নবী করীম (সাঃ) এর কার্টুন প্রকাশের এই ঘটনার কারণে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। পত্রিকা আরও লেখে যে ম্যাডিসন সাহেব বলেন যে আঁ হযরত (সাঃ) এর দেহাবায়ব কেমন ছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এবং তারা লেখেন যে এটা একটা শিশুসুলভ নোংরা আচরণ।

আরও লেখেন যে ডেনমার্কে মানহানি বিষয়ক আইন রয়েছে।আমার ধারণা যে পূর্বে এর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু এখন বিশৃঙ্খলা রোধ করতে এই আইনটি বলবৎ করার প্রয়োজন আছে যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। আর বলে যে , যেখানে নবী করীম (সাঃ) এর অবমাননার প্রশ্ন সেটা আল্লাহ তায়ালার বিষয় তিনি স্বয়ং এর শাস্তি প্রদান করবেন। অতএব দেখুন একজন ইউরোপীয়ন আহমদী মুসলমানের ঈমান কত দৃঢ়।

আঁ হযরত (সাঃ) এর সম্পর্কে এই ঘৃণ্য আচরণ করার কারণে আমাদের প্রতিক্রিয়া এরূপ ছিল।

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর আঁ হযরত (সাঃ) প্রতি ভালবাসা।

আল্লাহ তায়ালার ফজলে আমাদের অন্তরে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা এই সকল লোক যারা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগও ও অপবাদ দেয় তাদের চাইতে লক্ষ কোটি অংশ বেশি । আর এসব কিছু আমাদের অন্তরে রয়েছে আঁ হযরত (সাঃ) এর এই সুন্দর শিক্ষার কারণে যার চিত্রায়ন হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) যেটিকে সুন্দররূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। কোনো আহমদী (নাউজুবিল্লাহ) একথা কল্পনা করতে পারেনা যে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর মর্যাদা আঁ হযরত (সাঃ)এর থেকে বেশি। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালবাসায় এমন বিভোর ছিলেন যে হুসসান বিন সাবিত(রাঃ) এর এই পংক্তিটি পড়তে পড়তে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে যেত।

‘কুনতাসাওয়াদা লি নাযিরী ফা আমিয়া আলাইকান নাযির
মান শাআ বাআদাকা ফালইয়ামুত ফাআলাইকা কুনতু উহাযির

(দিওয়ান হযরত হুসসান বিন সাবিত (রাঃ))

তুমি আমার নয়নের তারা ছিলে , যা তোমার মৃত্যুর পর অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন তোমার মৃত্যুর পর যে কেউ মৃত্যু বরণ করুক, আমি তো কেবল তোমার মৃত্যুর ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম। হযরত মসীহত মওউদ (আঃ) আক্ষেপ করে বলতেন, “ এই পংক্তিটি যদিআমার দিয়ে বের হত !” তাই এমন ব্যক্তির সম্পর্কে একথা বলা একটা অতি জঘন্য অপবাদ যে (নাউজুবিল্লাহ) তিনি নিজেকে আঁ হযরত (সাঃ) এর থেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করতেন বা তাঁর মান্যকারীরা তাঁকে আঁ হযরত (সাঃ) এর থেকে উচ্চ মর্যাদা দেয় । আমরা তাঁকে আঁ হযরত (সাঃ)এর ভালবাসায় পদে পদে বিভোর হতে দেখি। এক স্থানে তিনি বলেন:-

আমি সেই জ্যোতির কাছে উৎসর্গীত, তার থেকেই আমি নির্গত হয়েছি।
সেই জ্যোতির নিকট আমি অতি তুচ্ছ বস্তু , এটাই আসল সিদ্ধান্ত।

(কাদিয়ানের আর্য এবং আমরা,)

অতএব যে ব্যক্তি তার সমস্ত কিছু সেই জ্যোতির কাছে বিলীন করে দিচ্ছে তার সম্পর্কে একথা বলা যে (নাউজুবিল্লাহ) তিনি বলেছেন আঁ হযরত (সাঃ) এর মর্যাদার অবনমন হয়েছে , এবং মির্যা কাদিয়ানীর মর্যাদা উচ্চতর হয়েছে, এবং আহমদীদের নিকট হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) শেষ নবী এবং আমরা না কি একথা বলেছি যে এটা আমাদের ধর্ম বিশ্বাস যে তিনি শেষ নবী , এখন আমরা পত্রিকাকে খোলা চিঠি দিয়েছি যে (নাউজুবিল্লাহ) তোমরা আঁ হযরত (সাঃ) এর কার্টুন তৈরী কর। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন ওয়া লানাতাল্লাহে আলাল কাযেবিন এবং আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত হোক মিথ্যাবাদীদের উপর। এটা অত্যন্ত শিশুসুলভ আচরণ , তারা যেন আমাদের কথা ও আমাদের বলার অপেক্ষায় ছিল আমরা অনুমতি দিলেই কার্টুন প্রকাশিত করবে। অথচ যেখানে ডেনমার্কে আমাদের সংখ্যা মাত্র কয়েক শত। সংবাদ প্রকাশ করার পূর্বে এই উর্দু পত্রিকা গুলির কিছটা বিবেচনা করা উচিত।

মুসলমান দেশের সরকার গুলির স্বার্থান্বেষী মোল্লা ও মৌলবাদের ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয়।

ডেনমার্কের সরকার এতটা বিবেকহীন নয় হয়তো কিন্তু সংবাদাতা ও প্রকাশক নিশ্চয় বিবেক বুদ্ধিহীন হবে হয়তো। আর এদের উদ্দেশ্য অন্তরে উপদ্রব ছড়ানো ছাড়া ভিন্ন কিছু পরিলক্ষিত হয়না। মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করা এবং উকসানি দেওয়া ছাড়া এই সংবাদটির অন্য কোনো উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় না । উদ্দেশ্য এই যে, এই নামের কারণে মুসলমান উত্তেজিত হয় তাই যেসব মুসলমান দেশগুলিতে , উদাহরণতঃ বাংলাদেশ, ইন্ডোনেশিয়া, পাকিস্তানে, আহমদীদের বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে সেখানে আরও বেশি বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা তৈরী করা। আর খুব সম্ভব যে কিছু স্বার্থান্বেষী উপাদান এই সুযোগে এই সব দেশগুলিতে এই আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো হোক। কেননা এখন পর্যন্ত আমরা সাধারণত এটাই দেখেছি যে আহমদীদের বিরুদ্ধে চলা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পরিণত হয়। এই কারণে

(শেষাংশ ১০ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

সাহাবাগণ আঁ হযরত (সা.)কে যারপরনায় ভালবাসতেন; এই ভালবাসার কারণেই তাঁরা নিজেদের জীবনেরও পরোয়া করতেন না।

‘আশারায়ে মুবাশেরা’র অন্তর্ভুক্ত আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মানীয় বদরী সাহাবী হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ রাযিউল্লাহ্ আনহুমার প্রশংসাসূচক গুণাবলীর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১২ই জুন , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১২ এহসান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমি যেসব সাহাবীর (রা.) স্মৃতিচারণ করব তাদের একজন হলেন, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)। হযরত সাঈদ (রা.)-এর পিতার নাম ছিল যায়েদ বিন আমর আর তার মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে বা’জাহ্। তিনি আদি বিন কা’ব বিন লোই গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর উপনাম আবুল আ’ওয়ার ছিল, যদিও কেউ কেউ আবুসওত-ও বলেছেন। তিনি দীর্ঘকায়, গোধুমবর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন আর (তার মাথার) চুল ছিল ঘন। তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। তার বংশবৃক্ষ চতুর্থ পুরুষে নুফায়েল পর্যন্ত গিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়। এছাড়া অষ্টম পুরুষে কা’ব বিন লুইয়াই পর্যন্ত গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯২) (গোলাম বারি সাইফি রচিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

হযরত সাঈদ (রা)-এর বোন আতেকার বিয়ে হয় হযরত উমর (রা.)-এর সাথে আর হযরতউমর (রা.)-এর বোন ফাতেমার বিয়ে হয়েছিল হযরত সাঈদ (রা.)-এর সাথে। ইনি সেই বোন যিনি হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলেন। হযরত সাঈদ (রা.)-এর পিতা যায়েদ বিন আমর অজ্ঞতার যুগে এক খোদার উপাসনা করতেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসন্ধান করতেন আর বলতেন, যিনি ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রভু তিনিই আমার প্রভু এবং ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মই আমার ধর্ম।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৬) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৮)

সে যুগেও একেশ্বরবাদী মানুষ ছিল। কতিপয় শিশুও প্রশ্ন করে থাকে যে, ইসলামের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর ধর্ম কী ছিল আর তিনি কার ইবাদত করতেন? (অতএব এর উত্তর হলো) মহানবী (সা.) তো সবচেয়ে বড় একেশ্বরবাদী ছিলেন আর তিনি তখনও এক খোদারই ইবাদত করতেন।

যায়েদ বিন আমর সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা হতে, এমনকি মুশরেকদের জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করা থেকেও বিরত থাকতেন। মহানবী (সা.)-এর নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে একবার তাঁর (সা.) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সহীহ্ বুখারীতে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি (সা.)যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের সাথে বালদা নামক স্থানের নিম্নভূমিতে সাক্ষাৎ করেন অর্থাৎ এটি তাঁর (সা.) নবুয়্যতের দাবির পূর্বেরকথা। বালদা হলো মক্কার পশ্চিমে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। মক্কার দিকে যাওয়ার সময় তানঈমের পথে এটি অবস্থিত। মহানবী (সা.)-এর সামনে দস্তরখান রাখা হলে তিনি (সা.) খেতে অস্বীকৃতি জানান। তখন যায়েদ বলেন, আমিও সেগুলো খাই না যা তোমরা তোমাদের প্রতিমার নামে জবাই কর, আর আমি কেবল তা-ই গ্রহণ করি যার ওপর আল্লাহ্ র নাম নেওয়া হয়। মহানবী (সা.) এই সাবধানতাবশত খাননি যে, এগুলো আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করা জিনিস। এতে যায়েদও বলেন যে,আমিও আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করা জিনিস বা পশুর মাংস ভক্ষণ করিনা। রেওয়ায়েতের পরের অংশে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যায়েদ বিন আমর কুরাইশদের কুরবানীকে ত্রুটিযুক্ত মনে করতেন এবং বলতেন, ছাগলকে আল্লাহ্তা’লা সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে এর জন্য পানিবর্ষণ করেছেন আর ভূমি থেকে এগুলোর জন্য ঘাস উদ্গত করেছেন অথচ তোমরা এগুলোকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই কর! অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করাকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং এটিকে অনেক বড় পাপ জ্ঞান করতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৬২৬) (ফারহাঙ্গে সীরাত, যোয়ার একাডেমি, করাচি থেকে প্রকাশিত)

যায়েদ বিন আমর কুফর ও শির্ক এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যের অন্বেষণে দূরদূরান্তের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তার এই সফর সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে আরেকটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল সত্য ধর্মের সন্ধান ও অনুসরণের জন্য সিরিয়ার দিকে যান। সেখানে এক ইহুদি আলেমের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে তার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সেই ইহুদি আলেমকে তিনি বলেন, আমাকে (আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে) বলুন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। সে বলল, আমাদের ধর্মের অনুসরণ করোনা, কেননা এটি বিকৃত হয়ে গেছে, নতুবা তুমিও ঐশী কোপানলে পতিত হবে। যায়েদ বলেন, আমি তো আল্লাহ্র ক্রোধ এড়ানোর চেষ্টা করছি আর আমি আল্লাহ্ তা’লার অসন্তুষ্টি কখনো সহ্য করতে পারবনা, অধিকন্তু এটি সহ্য করার শক্তিও আমার নেই। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাকে এ ছাড়া অন্য কোন ধর্মের সন্ধান দিতে পার? সেই ইহুদি আলেম বলল, আমি কেবল এটিই জানি যে, মানুষের ‘হানীফ’ (তথা একত্ববাদী) হওয়া উচিত। যায়েদ জিজ্ঞেস করেন, ‘হানীফ’ কী? সেই (ইহুদি) বলল, ইবরাহীমের ধর্ম , তিনি ইহুদিও ছিলেন না আর খ্রিষ্টানও না, তিনি কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদত করতেন। এরপর যায়েদ সেখান থেকে বেরিয়ে একজন খ্রিষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাকেও তিনি একই কথা বলেন। সেই (খ্রিষ্টান আলেম) বলল, তুমি কখনো আমাদের ধর্মের অনুসরণ করোনা, অন্যথায় আল্লাহ্র অভিসম্পাতের শিকার হবে। যায়েদ বলেন, আমি আল্লাহ্র অভিসম্পাত এড়ানোর চেষ্টা করছি, কেননা আমি আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং তাঁর কোপানল সহ্য করতে পারবনা এবং তা সহ্য করার শক্তিও আমার নেই। তুমি কি আমাকে অন্য কোন ধর্মের দিশা দিতে পার? সেই খ্রিষ্টান বলল, আমি শুধু এটিই জানি যে, মানুষের ‘হানীফ’ (তথাএকত্ববাদী) হওয়া উচিত। যায়েদ জিজ্ঞেস করেন, ‘হানীফ’ কী? সেই ব্যক্তি বলল, ইবরাহীমের ধর্ম। তিনি ইহুদিও ছিলেন না আর খ্রিষ্টানও না, বরং তিনি কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করতেন। যায়েদ হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে তার মতামত শুনার পর সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এরপর বাইরে খোলামাঠে এসে তিনি তার দু’হাত তুলে দোয়া করেন, হে আমার

আল্লাহ্! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি হযরত ইবরাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছি।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলু মানাকিবুল আনসার, হাদীস- ৩৬২৭)

যায়েদ বিন আমর মহানবী (সা.)-এর যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর (সা.) দাবির পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করেছিলেন। হযরত আমের বিন রাবিআ বর্ণনা করেন যে, যায়েদ বিন আমর সত্য ধর্মের অন্বেষণে ছিলেন আর তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম আর প্রতিমা ও পাথরের পূজা করার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজ জাতির সাথে মতভেদ করেন আর তাদের প্র তিমা এবং তার পিতা-পিতামহরা যাদের ইবাদত করত তাদেরকে পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেন। এছাড়া তাদের জবাইকৃত পশুর মাংসও তিনি খেতেন না। একবার তিনি আমাকে বলেন, হে আমের! দেখ, আমার জাতির সাথে আমার মতের অমিল রয়েছে। আমি ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী এবং (তাঁর অনুসারী) যাঁর তিনি অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) ইবাদত করতেন। আর এরপর আমি ইসমাঈল (আ.) এর অনুসরণ করি যিনি এই ক্বিবলার দিকেই মুখ করে নামায পড়তেন। আর আমি ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন নবীর আগমনের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর সত্যায়ন, তাঁর প্রতি ঈমানআনয়ন এবংতাঁর সত্য নবী হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমি তাঁর যুগ পাবোনা। হে আমের! যদি তুমি সেই নবীর যুগ পাও, তাহলে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। আমের বলেন, মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হন, তখন আমি মুসলমান হয়ে যাই এবং মহানবী (সা.)-কে যায়েদ বিন আমরের বাণী ও সালাম পৌঁছে দিই। মহানবী (সা.) তার সালামের উত্তর দেন ও তার জন্য রহমতের দোয়া করেন এবং বলেন, আমি তাকে জান্নাতে নিজের আঁচল গুটাতে দেখেছি।

(গোলাম বারি সাইফ সংকলিত 'রওশন সিতারে', ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯০)

যায়েদ বিন আমর নিজের একেশ্বরবাদী হওয়ার জন্য অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন। হযরত আসমা বিনতে আব(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯২)বকর অজ্ঞতার যুগেরএকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলকে দেখেছি যে, তিনি কা'বাঘরের দেওয়ালে হেলান দেওয়া অবস্থায় বলছিলেন, হে কুরাইশরা! আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি ভিন্ন তোমাদের মাঝে আর কেউ ইবরাহীমের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও। যায়েদ কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত কবরস্থ করতেন না। আরবের কতক গোত্রের রীতি ছিল যে, তারা নিজ কন্যাদেরকে জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলতো; তিনি এটি করতেন না, বরং তিনি যদি অবগত হতেন যে, কেউ নিজ কন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে বলতেন, একে মেরো না, একে হত্যা করোনা, আমি তোমার স্থলে এর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করব। অতঃপর তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। আর সে সাবালিকা হলে তার পিতাকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি আর তুমি চাইলে আমি তার সব দায়িত্ব সম্পন্ন করব।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলি মানাকিবিল আনসার, হাদীস-৩৮২৮)

অর্থাৎ বিয়ে-শাদি প্রভৃতির খরচাদি বহন করব। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আসমা বিনতে আবুবকর বর্ণনা করেন, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েত বুখারীর ছিল আর দ্বিতীয়টি ইতিহাস গ্রন্থ উসদুলগাবা-র রেওয়ায়েত। হযরত আসমা বিনতে আবুবকর বর্ণনা করেন যে, আমি যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলকে কাবার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলছিলেন, হে কুরাইশরা! সেই সত্তার কসম যার হাতে যায়েদের প্রাণ, আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইব্রাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! হায়, আমি যদি তোমার ইবাদতের পছন্দনীয় পন্থা জানতাম তাহলে আমি সেভাবেই তোমার ইবাদত করতাম, কিন্তু আমি তা জানিনা। এরপর তিনি নিজ হাতের তালুতে সিজদা করতেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৯-৩৭০)

সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত, যায়েদ বিন আমরের মৃত্যু মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পাঁচ বছর পূর্বে হয়েছে, সে সময় কুরাইশরা কাবাগৃহের পুনঃনির্মাণ করছিল। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি বলছিলেন, আমি ইব্রাহীমের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি।

হযরতসাঈদ বিন যায়েদের স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, প্রাসঙ্গিকভাবে তার পিতার বর্ণনা চলে এসেছে। পুত্র ইসলামে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন, কিন্তু পিতার পুণ্যের কারণে এটিও ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়ে আছে আর এ কারণে আমিও এখানে উল্লেখ করলাম, কেননা এসব রেওয়ায়েত বুখারীতেও রয়েছে। যাহোক এখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদের অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ করছি।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) একবার মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থি ত হন এবং তাঁর কাছে যায়েদ বিন আমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, অর্থাৎ হযরত সাঈদ এর পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ যায়েদ বিন আমরকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি কৃপা করুন, ইব্রাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর মুসলমানরা যখনই যায়েদ বিন আমরের উল্লেখ করত, তখন তার জন্য কৃপা ও মাগফিরাতের দোয়া করত।

(গোলাম বারি সাইফ সংকলিত 'রওশন সিতারে', ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬-১৫৭) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯১)

অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-কে যখন যায়েদ বিন আমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, তিনি কিয়ামত দিবসে একা-ই এক উম্মতের সমমর্যাদা নিয়ে উত্থিত হবেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৮)

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ হযরত উমরের ভগ্নিপতি ছিলেন আর হযরত সাঈদ বিন যায়েদের বোন আতেকা বিনতে যায়েদের বিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং তার স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ প্রারম্ভেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর দ্বারেআরকামে যাওয়ার পূর্বেই তারা ঈমান আনয়ন করেছিলেন। যেমনটি পূর্বেই আমি বলেছি, হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলেন হযরত সাঈদ (রা.)-এর স্ত্রী।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৬) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯২)

গত এক খুতবায় এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত খাব্বাব বিন আরত এর স্মৃতিচারণে দেওয়া হয়েছিল, তথাপি এখানে যেহেতু সাঈদ (রা.)-এর কথা আলোচনা হচ্ছে তাই আমি এখানেও সংক্ষেপে কিছুটা বর্ণনা করছি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কেবল কয়েকদিন অতিবাহিত হতেই, আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদেরকে আরেকটি আনন্দের উপলক্ষ্য দান করেন অর্থাৎ ইসলামের কট্টর বিরোধী হযরত উমরও মুসলমান হয়ে যান। হযরত উমরের প্রকৃতিতে শুরু থেকেই কঠোরতা ছিল, কিন্তু ইসলামের শত্রুতাতাতে নুতন মাত্রা যোগ করেছে। যেমন,ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদেরকে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে অনেক বেশি কষ্ট দিতেন। একদিন তিনি ভাবলেন, এদেরকে তো আমি কষ্ট দিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু এরা বিরত হচ্ছেনা এবং নিজেদের বিশ্বাসে তারা দৃঢ়-অবিচল। এ নৈরাজ্যের হোতাকে শেষ করে দিলেই তো হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঘর থেকে বেরহন, তার হাতে ছিল নগ্নতর বারি। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়; সে বলে, হে উমর! এত ক্রুদ্ধ হয়ে নগ্ন তরবারি হাতে কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, আজ আমি মুহাম্মদের (সা.) ভবলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলে, আগে নিজের বাড়ির খোঁজ নাও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও মুসলমান হয়ে গিয়েছে। একথা শুনে হযরত উমর তৎক্ষণাৎ নিজের গন্তব্য বদল করে তার বোনের বাড়ি-অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন বাড়ির কাছে পৌঁছেন, ভেতর থেকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের শব্দ ভেসে আসছিল; খাব্বাব বিন আরত খুব সুললিত কণ্ঠে তা পাঠ

করছিলেন। এই শব্দ শুনে হযরত উমরের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায়। দ্রুতবেগে হঠাৎ দরজা খুলে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। যাহোক এ শব্দ পেতে ইখাব্বাব চট করে কোন জায়গায় আত্মগোপন করেন, পর্দার পেছনে বা কোন এক স্থানে, যেখানে লুকানোর যায়গা ছিল,আর তার বোন ফাতেমা তড়িৎ কুরআন শরীফের পৃষ্ঠাগুলো কোন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেন। হযরত উমর তখন হযরত ফাতেমা ও হযরত সাঈদকে বলেন, শুনলাম তোমরা নাকি নিজেদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছ? আর একথা বলেই তার ভগ্নী পতি সাঈদ বিন যায়েদকে প্রহার করা আরম্ভ করেন। ফাতেমা নিজের স্বামীকে বাঁচানোর জন্য মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান, কিন্তু হযরত উমরের হামলা এমন ভয়াবহ ছিল যে, তা হযরত ফাতেমার উপরও গিয়ে পড়ে এবং তিনি আহত হন। যাহোক ক্ষতবিক্ষত ফাতেমার সাহস বৃদ্ধি পায়; তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন,উমর! হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি, তুমি যা করতে পার কর, কিন্তু আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করব না। যাহোক, বোনের এরূপ সাহসিকতাপূর্ণ ও নির্ভিক উত্তর শুনে হযরত উমর চোখ তুলে তাকালে দেখতে পান যে, তার বোনও রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছেন। তিনি এতটাই আঘাত পেয়েছিলেন যে, তার চেহারা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। এই দৃশ্য হযরত উমর (রা.)-এর প্রকৃতিতে গভীরভাবে রেখাপাত করে আর তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বলেন, তোমরা যা পড়ছিলে সেই বাণী আমাকে দেখাও। এটি শুনে হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, না, এগুলো এভাবে দেখানো যাবেনা, কেননা তুমি সে পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট করে ফেলবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি যে, আমি এমনটি করবো না। এগুলো তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিবো। তখন হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, তবুও এগুলো এভাবে দেখানো যাবেনা। তুমি প্রথমে গোসল করে আস, তারপর দেখো। তিনি গোসল করে আসলে হযরত ফাতেমা (রা.) পবিত্র কুরআনের সেই পৃষ্ঠাগুলি বের করে তাঁর সামনে রেখে দেন। তিনি হাতে নিয়ে দেখেন, এগুলো সূরা ত্বাহা'র প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত ছিল। হযরত উমর (রা.) খুবই ত্রস্ত হৃদয়ে সে আয়াতগুলি পড়া আরম্ভ করেন। তাঁর প্রকৃতি যেহেতু পবিত্র ছিল,তদুপরি মহানবী (সা.)-এর দোয়াও ছিল,তাই তিনি যখন আয়াতগুলো পড়া আরম্ভ করেন তখন ধীরেধীরে প্রতিটি শব্দ তাঁর হৃদয়ে গেঁথে যেতে থাকে। পড়ার এক পর্যায়ে যখন তিনি নিম্ন লিখিত আয়াতদ্বয়ে পৌঁছেন যে,

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ
لِذِكْرِىٓ ۔ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعَىٰ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি-ই এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও অধিপতি আল্লাহ্। আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। সুতরাং তোমাদের উচিত কেবল আমারই ইবাদত করা এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করা। দেখ, প্রতিশ্রুত মুহূর্ত অচিরেই আসছে। কিন্তু আমরা সেই সময়কে গোপন রেখেছি যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। (সূরা ত্বাহা: ১৫-১৬)

এই আয়াত পড়তেই হযরত উমর (রা.) সম্বিৎ ফিরে পান এবং অবলীলায় বলে উঠেন, কী বিস্ময়কর বাণী আর কতই না পবিত্র বাণী! হযরত খাব্বাব (রা.) লুকিয়েছিলেন, এ কথা শুনে তিনি বাইরে বেরিয়েআসেনএবংআল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর বলেন, তোমার মাঝে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তা মহানবী (সা.)-এর দোয়ারই ফসল, কেননা খোদারকসম! গতকালই আমি তাঁকে (সা.) এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ্! তুমি উমর ইবনুলখাত্তাব অথবা আমর বিন হিশাম অর্থাৎ আবুজাহল-এর মধ্য থেকে যে কোনএকজন ইসলামকে দান করো। যাহোক, হযরত উমর (রা.) এটি শুনে হযরত খাব্বাব (রা.)-কে বলেন, আমাকে বল মহানবী (সা.) কোথায় আছেন? তখনও তরবারি পূর্বের ন্যায় খাপের বাইরে তার হাতেই ছিল। মহানবী (স.) তখন দ্বারে আরকামে অবস্থান করছিলেন। যাহোক, খাব্বাব তাকে সেখানকার ঠিকানা বলে দেন। হযরত উমর সেখানে গিয়ে দরজায় সজোরে কড়া নাড়েন। সাহাবীরা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখেন, হযরত ওমর নগ্ন তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। এটি দেখে তারা দরজা খুলতে ইতস্তত করেন। মহানবী (স.) বলেন, দরজা খুলে দাও। হযরত হামযাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বলেন, দরজা খুলে দাও। সে যদি সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তাহলে ভালো কথা, কিন্তু যদি দুরভিসন্ধি থাকে তবে তারতরবারি দিয়েই তার শিরোচ্ছেদ করব। দরজা খোলা হয়। হযরত উমর নগ্ন তরবারি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। মহানবী (সা.) নিজের জামার কিনারা টেনে জিজ্ঞেস করেন, হে উমর! কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মুসলমান হতে এসেছি। মহানবী (সা.) একথা শুনে আনন্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন। বর্ণিত আছে যে, তখন সাহাবীরাও এত জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন যে, মক্কার পাহাড়গুলোতেও সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন,পৃ: ১৫৭-১৫৯)

অতএব, ইনি ছিলেন হযরত সাঈদ যিনি হযরতউমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) প্রাথমিক হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদিনা পৌঁছে তিনি হযরত আবুলুবাবার ভাই হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরতরা'ফে বিন মালেকের সাথে তার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করে দেন, তবে অপরএকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উবাই বিন কা'বের সাথে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি; কিন্তু তাসত্ত্বেও মহানবী (সা.) (বদরের) যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাকে অংশীদার করেছেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা ২য় খণ্ড,পৃ: ৪৭৬) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯২)

এজন্য যেসব সাহাবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বা মহানবী (সা.) কোন না কোনভাবে যাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ দিয়ে বদরে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমিও তাদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছি।

হযরতসাঈদ বিন যায়েদের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণ হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ'র স্মৃতিচারণে উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি এখানেও বর্ণনা করা জরুরী, তাই বর্ণনা করছি। এমনিতেও এটি বর্ণনা করা প্রায় দু'তিন মাস কেটে গেছে আর এখানেও বর্ণনা করা প্রয়োজন তাই করছি।

যাহোক হযরত সাঈদ বিন যায়েদের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো কুরায়েশদের একটি কাফেলার সিরিয়া থেকে রওনা হওয়ার বিষয়ে ধারণা করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনা থেকে তাঁর যাত্রার দশদিন পূর্বে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তারা আওরা নামক স্থানে পৌঁছেন। কাফেলা সেই পথ অতিক্রম না করা পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করেন। আওরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী একটি যাত্রা বিরতি স্থান, হিজায ও সিরিয়ায় যাতায়াতকারী কাফেলাগুলো এ পথ দিয়েই যাতায়াত করত। যাহোক, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত সাঈদ এর ফিরে আসার পূর্বে ই এ সংবাদ পেয়ে যান যে, কাফেলাটি সেখান থেকে চলে গেছে।তাদের এদিকে আসার কোন ইচ্ছা নেই। তিনি (সা.) সাহাবীদের ডাকেন এবং কুরাইশ কাফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সঠিক সংবাদ জানা ছিলনা,কিন্তু এ কথা জানা যায় যে,এদিকে আসার পরিবর্তে কাফেলা উপকূলীয় পথ ধরে দ্রুত প্রস্থান করছে। সন্ধানীদের দৃষ্টিএড়ানোর জন্য তারা দিনরাত সফর অব্যহত রাখে আর যে পথে তাদের আসার সম্ভাবনা ছিল সে পথে আসেনি, ফলে উভয় কাফেলা মুখোমুখি হয় নি। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ ও হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এই কাফেলার সংবাদ দেওয়ার জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা জানতেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে যাত্রা করেছেন। তারা দু'জন মদিনাতে সেদিন এসে পৌঁছেন যেদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের প্রান্তরে কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছেন। তাদের উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হওয়ার জন্য মদিনা থেকে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে মহানবী

(সা.)-এর বদর থেকে ফিরতি পথে তুরবান নামক স্থানে তাঁর সাথে মিলিত হন। তুরবান মদিনা থেকে আনুমানিক ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা যেখানে অনেক বেশি পরিমাণে মিষ্টি পানির কূপ রয়েছে। বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। যে বানিজ্য কাফেলা চলে গিয়েছিল আর বদর প্রান্তরে মক্কা থেকে আগত যে বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়েছিল, এটি ভিন্ন কাফেলা ছিল। যাহোক, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনা থেকে এই কাফেলার উদ্দেশ্য বোঝার জন্য বেরিয়েছিলেন। জানা ছিলনা যে, একটি সেনাবাহিনীও আসছে। যাহোক ঘটনার পরবর্তী অংশ হলো, হযরত তালহা ও হযরত সাঈদ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদেরকে অংশীদার করেছিলেন আর এই দু'জনকেও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯২-২৯৩) (আসসীরাতুন নবুয়্যত আলা যাওউল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ,২য় খণ্ড, পৃ: ১২৩) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৭৫ যোয়ার একাডেমি, করাচি)

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ 'আশারায়ে মুবাশ্বেরা' অর্থাৎ, সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্ত র্ভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে এ পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আব্দুররহমান বিন অউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়েদ এবং আবুউবায়দা বিন জারাহ্দের প্রত্যেকের নাম নিয়ে বলেছেন যে, এরা জান্নাতী।

(গোলাম বারি সাঈফ সংকলিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

সাঈদ বিন যায়েদ বর্ণনা করেন, আমি নয়জন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী, আর দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও আমি যদি এই সাক্ষ্য দেই,আমি গুনাহগার হব না। জিজ্ঞেস করা হলো, তা কীভাবে? তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে হেরা পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম, তখন সেটি প্রকম্পিত হতে থাকে। এতে মহানবী (সা.) বলেন, হে হেরা! স্থীর থাক। নিশ্চিয় তোমার বুকে একজন নবী বা সিদ্দীক অথবা শহীদ অবস্থান করছেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, সেই দশজন জান্নাতী ব্যক্তি কারা? হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.), আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুররহমান বিন অউফ। এরপর প্রশ্ন করা হলো, দশম ব্যক্তি কে? তখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, সেই ব্যক্তি আমি।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াব মানাকিব, হাদীস-৩৭৫৭) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে থাকতেন অর্থাৎ তাঁর (সা.) সুরক্ষা করতেন এবং নামাযেতাঁর (সা.) পেছনে দাঁড়াতেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

হাকীম বিন মুহাম্মদ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত সাঈদ বিন যায়েদের আংটিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ দেখেছেন। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪)

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ার অভিযানে যখন রীতিমত সেনা অভিযান চালানো হয় তখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ হযরত আবু উবায়দার অধীনে পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। দামেস্ক অবরোধ এবং ইয়ারমুকের চূড়ান্ত যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং জীবনবাজি রেখে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে দামেস্কের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি হযরত আবু উবায়দাকে লিখেন যে, আপনারা জিহাদ করবেন আর আমি এ থেকে বঞ্চিত থাকব–আমি এমনটি করতে পারি না। তাই চিঠি পাওয়া মাত্রই আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিযুক্ত করুন যেন যথাশীঘ্র আমি আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারি। হযরত আবুউবায়দা বাধ্য হয়ে ইয়াযিদ বিন আবুসুফিয়ানকে পাঠিয়ে দেন এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করেন।

(গোলাম বারি সাঈফ সংকলিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৪) (সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৮)

হযরত সাঈদ বিন যায়েদের সম্মুখে অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, অনেক গৃহযুদ্ধ হয়েছে। তিনি তার জগতের প্রতি অনিহা ও তাকওয়ার কারণে এসব ঝগড়া-বিবাদ সর্বদা এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু তাসত্ত্বেও যার সম্পর্কে যে মতামত পোষণ করতেন তা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পর তিনি প্রায় সময়ই কুফার মসজিদে বলতেন যে, তোমরা উসমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ এর ফলে যদি উহুদ পাহাড়ও প্রকম্পিত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

(সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

একইভাবে একদিন কুফার জামে মসজিদে মুগীরা বিন শোয়াব হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে মন্দ কথা বললে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, হে মুগীরা বিন শোয়াব! হে মুগীরা বিন শোয়াব! হে মুগীরা বিন শোয়াব! আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতেশুনেছি, এরা দশ জন জান্নাতে থাকবে আর তাদের একজন হলেন হযরত আলী।

(গোলাম বারি সাঈফ সংকলিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

হযরতসাঈদ বিন যায়েদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হতো। একবার কেউ তার বিরুদ্ধে জমি জবর দখল করার অভিযোগ আনে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত সাঈদ বিন যায়েদের জমির সাথে যে জমিটি ছিল তা ছিল আরওয়া বিনতে ওয়ায়েস নামের এক মহিলার। সে হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে মদিনায় নিযুক্ত গভর্নর মারওয়ান বিন হাকেমের নিকট অভিযোগ করে যে, সাঈদ অন্যায়ভাবে তার জমি দখল করে নিয়েছে। মারওয়ান তদন্ত করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করেন তখন হযরত সাঈদ তাকে জবাব দেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ ভূমি জবর দখল করবে কেয়ামতের দিন সেই জমির সাতটি স্তর তার গলার বেড়ি হয়ে যাবে- তোমার কী ধারণা, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে একথা শোনার পরও আমি অন্যায় করতে পারি? এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আরওয়া যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তাকে সেই সময় পর্যন্ত মৃত্যু দিওনা যতক্ষণ তার দৃষ্টিশক্তি চলে না যায় এবং তার ঘরের কূপ তার কবর না হয়। সুতরাং লেখা আছে যে, আরওয়া প্রথমে তার দৃষ্টিশক্তি হারায় এরপর একদিন হাঁটতে গিয়ে নিজের ঘরের কূপে পড়ে মারা যায়।এরপর এটি একটি প্রবাদ হয়ে যায় আর মদিনাবাসী বলতে আরম্ভ করে যে, 'আ'মাকাল্লাহু কামা আমা আরওয়া'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সেভাবে অন্ধ করুন যেভাবে আরওয়াকে অন্ধ করেছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৭) (গোলাম বারি সাঈফ সংকলিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৪-১৬৫)

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ পঞ্চাশ বা একান্ন হিজরী সনে প্রায় ৭০ বছর বয়সে জুমুআর দিন মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তার বয়স ৭০ বছরের বেশি ছিল। মদিনার পার্শ্ববর্তী আকীক নামক জায়গায় তার স্থায়ী নিবাস ছিল। আরব উপদ্বীপে আকীক নামের অনেক উপত্যকা ছিল। সেগুলোর মাঝে মদিনার আকীক উপত্যকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আর এতে মদিনা মুনাওয়ারার সকল উপত্যকা এসে মিলিত হয়। যাহোক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর জুমুআর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হযরত সাঈদ এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি জুমুআতে না গিয়ে তখনই আকীকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস গোসল করান আর তার মৃতদেহ লোকেরা কাঁধে করে মদিনায় নিয়ে আসে। এরপরহযরতআব্দুল্লাহ্ বিন উমর

জানাজার নামাজ পড়ান আর মদীনায়তাকে সমাহিত করা হয়।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮) (সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৮) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২০৪, যোয়ার একাডেমি, করাচি)

অপর এক রেওয়াতে অনুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর যখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদের মৃতুসংবাদ শুনেন তখন তিনি জুমুআতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু তিনি জুমুআতে যান নি বরং তার বাড়ি গিয়ে তাকে গোসল করান, সুগন্ধি লাগান অতঃপর তার জানাজার নামাজ পড়ান। কিন্তু আয়েশা বিনতে সা'দ বর্ননা করেন যে, হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস গোসল করান, সুগন্ধি লাগান,এরপর ঘরে এসে নিজেও গোসল করেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বলেন, হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে গোসল করানোর কারণে গোসল করিনি বরং গরমের কারণে আমি গোসল করেছি। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর জানাযার নামায পড়ান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবংআব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এ দু'জনই কবরে নামেন অর্থাৎ লাশ কবরে নামানোর জন্য নামেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮) (সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৮)

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বিভিন্ন সময়ে দশটি বিয়ে করেছিলেন আর সেই স্ত্রীদের ঘরে ১৩জন পুত্র এবং ১৯জন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯২) (সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪০)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর, এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলে দিচ্ছি। অজ্ঞতার যুগে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর নামছিল আবদে আমর। অপর একটি বর্ণনামতে তার নামছিল আব্দুল কা'বা। ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী (সা.) তার এই নাম পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখে দেন। তিনি বনু যোহরা বিন কিলাব গোত্রের সদস্য ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯২)

সাহলা বিনতে আসেম বর্ণনা করেন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) ফর্সা, সু ন্দর চোখ, লম্বা পলক ও খাঁড়া নাকের অধিকারী ছিলেন। তার ওপরের দিকের ছেদন দাঁত ছিল লম্বা এবং কানের লতি পর্যন্ত চুল ছিল। এছাড়া তিনি দীর্ঘ গ্রীবা, দৃঢ় হাতের তালু ও মোটা আঙ্গুলের অধিকারী ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৪৭)

হযরতইব্রাহীম বিন সাঈদ তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুররহমান বিন অওফ (রা.) দীর্ঘকায়, ফর্সাবর্ণ যাতে লালাভমিশ্রণ ছিল, সুদর্শন এবং কোমল ত্বকের অধিকারী ছিলেন আর তিনি কলপ লাগাতেন না। তার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কিছুটা খঞ্জ ছিলেন আর এটি হয়েছে উহুদের যুদ্ধের পর। কেননা উহুদের যুদ্ধে তিনি আল্লাহ্তা'লার পথে আহত হয়েছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯২)

হযরত আব্দুররহমান বিন অওফ (রা.) সেই দশজন সাহাবীর একজন ছিলেন যারা তাদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। তিনি শুরার সেই ছয় সদস্যের একজন ছিলেন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) খিলাফতের নির্বানের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। সেই ব্যক্তিবর্গে র সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় এদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯২)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) 'আমুল-ফীল' অর্থাৎ হস্তিবাহিনী সংক্রান্ত ঘটনার ১০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (রা.) সেই গুটিকতক ব্যক্তির একজন ছিলেন যারা অজ্ঞতার যুগেও মদ পান করাকে নিজেদের জন্য হারাম জ্ঞান করতেন। তিনি (রা.) ইসলামের প্রথম ৮জন মুসলমানের একজন ছিলেন। মহানবী (সা.) দ্বারেআরকামকে প্রচারকেন্দ্র হিসেবে অবলম্বনের পূর্বেই হযরত আবুবকর (রা.)-এর তবলীগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্দুররহমান বিন অওফ (রা.) ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতেই অংগ্রহণ করেছিলেন।

(রওশন সিতারে , পৃ: ১০৩-১০৪) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯২) সহীহ্বুখারীর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ(রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের মদিনায় আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে এবং হযরতসা'দ বিন রবি (রা.)-কে পরস্পর ভাই-ভাই বানিয়ে দেন। তখনসা'দ বিন রবি (রা.) বলেন,আমি আনসারদের মাঝে অধিক সম্পদশালী, কাজেই আমি (আমারসম্পদ) ভাগ করে অর্ধেকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আর আমার দুইজন স্ত্রীর মধ্যে থেকে যাকে আপনার পছন্দ হয় তাকে আমি আপনার জন্য ছেড়ে দিব। তার ইদ্দত পূর্ণ হবার পর আপনি তাকে বিয়ে করুন। একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, আল্লাহতা'লা আপনার ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন, আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু বলুন, এখানে কোন বাজার আছে কি, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য হয়? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, কায়নুকার বাজার রয়েছে। এটি জানার পর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) প্রভাতে সেখানে যান এবং ব্যবসা করেন। সেখান থেকে লভ্যাংশ হিসেবে পনির ও ঘি নিয়ে আসেন আর তা নিয়ে হযরত সাদের বাড়িতে আসেন। এভাবে তিনি প্রতিদিন সকালে সেই বাজারে যান, ব্যবসা করেন এবং আয়-উপার্জন করতে থাকেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আব্দুররহমান (রা.) আসেন এবং তার গায়ে জাফরানের চিহ্ন ছিল। তার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা–এটি মহানবী (সা.) এর জানা ছিলনা। (সে যুগে) বিয়ে হয়ে যাওয়ার চিহ্ন হতো গায়ে জাফরান লাগানো। যাহোক মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? তিনি বলেন, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কাকে? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, এক আনসারী মহিলাকে। তখন তিনি (সা.) জানতে চান, দেন মোহর কত দিয়েছ? তিনি (রা.) বলেন, একটি খেজুর আঁটি সমপরিমাণ স্বর্ণ অথবা তিনি (রা.) বলেন, স্বর্ণের একটি আঁটি। মহানবী (সা.) বলেন, একটি ছাগল জবাই করে হলেও বউ ভাতও কর।

(সহী বুখারী কিতাবুল বুইয়ু)

হযরত আব্দুররহমান বিন অওফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার এমনও হয়েছে যে, আমি কোন পাথর উঠালেও আশা করতাম, (এর) নীচে সোনা কিম্বা রূপা পাওয়া যাবে অর্থাৎ, আল্লাহ্তা'লা (তাঁর) ব্যবসায় এতটা বরকত দিয়েছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩)

হযরত আব্দুররহমান বিন অওফ (রা.) বদর এবং উহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩)

বদরের যুদ্ধেরএকটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুররহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি সৈন্য-সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

এমন সময় আমি আমার ডানে ও বামে তাকালাম। আমি দেখলাম আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক আনসারী বালক দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, হায়! আমার উভয় পাশে যদি দু'জন এমন মানুষ থাকত যারা হবে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠদেহী! এ অবস্থায় তাদেরএকজন আমার হাতে চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, চাচা! আপনি কি আবুজাহলকে চিনেন? আমি বললাম হ্যাঁ, কিন্তু ভাতিজা! তার সাথে তোমার কী কাজ? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, সে মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ করে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি তাকে একবার দেখতে পাই তাহলে আমাদের দু'জনের মধ্যে যার মৃত্যু প্রথমে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আমার চোখ তার চোখ থেকে সরবেনা। হযরত আব্দুররহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি খুবই বিস্মিত হই। এরপর অপরজনও আমার হাতে চাপ দিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করল। কিছুক্ষণ যেতেনা যেতেই আবুজাহলকে আমি তার লোকদের মাঝে প্রদক্ষিণ করতে দেখলাম। আমি বললাম, তোমরা আমাকে যার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে ঐ দেখ সেই ব্যক্তি। একথা শোনা মাত্রই তারা দু'জন বিদ্যুৎগতিতে নিজেদের তরবারি নিয়ে তার দিকে ছুটে যায় আর তাকে এতটা আঘাত করে যে, হত্যা করে ফেলে। এরপর তারা ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করে। তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? উত্তরে তারা উভয়েই বলে, আমি তাকে হত্যা করেছি। পরে তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছ? তারা বলল, না। তিনি (সা.) তরবারি দু'টি দেখে বলেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ এবং তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুআয বিন আমর বিন জমূহ্ পাবে। আর তাদের উভয়েরই নাম মুআয ছিল অর্থাৎ, মুআয বিন আফরা (রা.) এবং মুআয বিন আমর বিন জমূহ(রা.)। এটি সহীহ বুখারীর হাদীস ।

আবু জাহলের হত্যা সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যা পূর্বেও করা হয়েছে, পুনরায় বলে দিচ্ছি। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, আফরার দুই ছেলে মুয়াওয়েয এবং মুআয আবুজাহলকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল, এরপর তারমুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)। ইমাম ইবনে হাজ্‌র আসকালানী এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন যে, মুআয বিন আমর (রা.) এবং মুআয বিন আফরা (রা.)-এর পর হয়তো মুয়াওয়েয বিন আফরা (রা.)ও তাকে আঘাত করে থাকবেন। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা ফতহুলবারীতেও এটি লেখা আছে।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফারযুল খামস, হাদীস-৩১৪১)

এই ঘটনাটি উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার জননেতা ও কাফের সেনাদলের সেনাপতি আবুজাহল যখন বদরের যুদ্ধে সেনাদলকে বিন্যস্ত করছিল,এমন সময় আব্দুররহমান বিন অওফ (রা.)-এর মতো অভিজ্ঞ জেনারেল বলেন, আমি আমার ডানে ও বামে ১৫ বছর বয়সী দু'জন আনসারী বালককে দেখতে পাই। তাদেরকে দেখে আমি ভাবলাম, আজ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ করার সুযোগ নেই, কেননা দুর্ভাগ্যবশত আমার চতুর্দিকে অনভিজ্ঞ বালকরা দাঁড়িয়ে আছে, তারাও আবার আনসারী বালক, যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের কোন সংস্রবই নেই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, হযরত আব্দুররহমান (রা.) বলেন, আমি এই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম এমন সময় আমার শরীরের ডানপাশে (কারো) কনুই লাগে, আমার মনে হলো, ডানদিকের বালকটি কিছু বলতে চায়। আমি তার দিকে মুখ ফেরাতেই সে বলে, চাচা! একটু ঝুঁকে কথা শুনুন। আমি আপনার কানে কানে একটি কথা বলতে চাই যেন আমার সাথী শুনতে না পায়। তিনি বলেন, আমি তারদিকে কান বাড়িয়ে দিলে সে বলে, চাচা! আবুজাহল কে, যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এত বেশি কষ্ট দিত? চাচা! আমার মন চায় আমি তাকে হত্যা করি। তিনি (রা.) বলেন, তার কথা শেষ হতে না হতেই আমার বামদিকে (কারো) কনুই লাগে। তখন আমি আমার বামদিকের বালকের দিকে ঝুঁকি আর বামদিকের সেই বালকও একই কথা বলে যে, চাচা! রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যে এত কষ্ট দিত সেই আবুজাহল কে? আমার মন চায় আমি আজ তাকে হত্যা করি। হযরত আব্দুররহমান বিন অউফ (রা.) বলেন, অভিজ্ঞ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও আমি ভাবতেও পারতাম না যে, আবুজাহল, যে ছিল সেনাপতি, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং সেনাপরিবেষ্টিত, তাকে আমি হত্যা করতে পারব। আমি অঙ্গুলি নির্দেশ করেএকইসাথে উভয় বালককে বললাম, সামনে যে ব্যক্তি শিরস্ত্রাণপরিহিত অবস্থায় লৌহবর্মের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, যার সামনে শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধারা নগ্নতরবারি হাতে প্রহরা দিচ্ছে, সে হলো আবুজাহল। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে এটি বুঝিয়ে দেওয়া যে, এ কাজ তোমাদের মতো অনভিজ্ঞ বালকদের জন্য সাধ্যাতীত। হযরত আব্দুররহমান (রা.) বলেন, যে আঙুল দিয়ে আমি ইশারা করেছিলাম তা নামিয়ে আনার পূর্বেই সেই আনসারী বালকদ্বয় কাফির সারিগুলোকে বিদীর্ণ করে আবুজাহলের দিকে ছুটে যায়। আবুজাহলের সম্মুখে তার পুত্র ইকরামা দাঁড়িয়েছিল। সে অনেক সাহসী এবং অভিজ্ঞ জেনারেল ছিল। কিন্তু এই আনসার বালকেরা এত দ্রুতগতিতে দৌড়ে যায় যে, কেউ তাদের অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারেনি। চোখের পলকে তারা আবুজাহলের ওপর আক্রমণ করার জন্য কাফেরদের সারিগুলোকে বিদীর্ণ করে একেবারে দেহরক্ষীদের কাছে পৌঁছে যায়। নগ্ন তরবারি হাতে যেসব দেহরক্ষী দাঁড়িয়েছিল, তারা সময় মতো নিজেদের তরবারিও নামিয়ে আনতে পারেনি। শুধুমাত্র একজন প্রহরীর তরবারি নীচে আসতে সক্ষম হয় যার ফলে একজন আনসার বালকের বাহু কেটে যায়। কিন্তু যাদের কাছে জীবন বলি দেওয়া সহজ মনে হচ্ছিল তাদের জন্য বাহু কেটে যাওয়া কীইবা বাধ সাধতে পারত! যেভাবে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পতিত হয় ঠিক একইভাবে সেই বালকদ্বয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই দেহরক্ষীদের ওপর বলপ্রয়োগ করে আবুজাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর চড়ুইপাখির ওপর বাজপাখির আক্রমণ করার ন্যায় কাফের-সেনাপতিকে ধরাশায়ী করে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, যুদ্ধের শেষের দিকে আমি সেখানে পৌঁছই যেখানে আবুজাহল মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়েছিল। আমি বললাম, কী অবস্থা তোমার? সে বলল, আমি মারা যাচ্ছি, কিন্তু আক্ষেপ নিয়ে মারা যাচ্ছি। মারা যাওয়া কোন বড় বিষয় নয় কিন্তু আক্ষেপ হলো, হৃদয়ের বাসনাপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আনসারদের দুই বালক আমাকে ভূপাতিতকরেছে। মক্কাবাসীরা আনসারদের অনেক তুচ্ছ মনে করত। তাই অনেক আক্ষেপের সাথে সে এর উল্লেখ করে আর বলে, এই আক্ষেপ হৃদয়ে নিয়ে মারা যাচ্ছি যে, আনসারদের দু'জন ছোকরা আমাকে হত্যা করেছে। এরপর সে তাঁকে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-কে বলে, আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। তুমি কি আমার প্রতি এই অনুগ্রহটুকু করবে? অর্থাৎ তরবারির এক আঘাতে আমার জীবনটুকু শেষ করে দাও। কিন্তু আমার ঘাড়টা একটু লম্বা করে কাটবে, কেননা সেনাপতির চিহ্ন হলো তার ঘাড় লম্বা করে কাটা হয়। আমাকে হত্যা কর আর এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও মর্মে আবুজাহলের অনুরোধ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ মেনে নেন, কিন্তু তিনি চিবুকের কাছ থেকে তার গলা কাটেন। অর্থাৎ মৃত্যুলগ্নে তার এই বাসনাও পূর্ণ হয় নি যে, তার ঘাড় যেন লম্বা করে কাটা হয়।

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১০০-১০১)

শিশুদের মাঝেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি কেমন প্রেম ও ভালোবাসা ছিল আর কীভাবে তারা তাঁর (সা.) শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইত–(তাদের) কুরবানী প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্‌মওউদ (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনাটি পূর্বেও দু'একবার বর্ণনা করা হয়েছে। যাহোক মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের সবার এ ছিল কুরবানী ও এ ছিল ভালোবাসা আর এ ছিল প্রেম–যার কারণে নিজ প্রাণের কোন মায়া তাদের ছিলনা।হযরত আব্দুররহমান বিন অউফ (রা.)-এর বাকি স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে করব।

****

শেষের পাতার পর.....

জামেয়াতে ভর্ত্তি হতে পারি?

হুযুর আনোয়ার: জামেয়াতে পড়ার সঙ্গে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই, উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত স্কুলে পড়া অনিবার্য। যদি তুমি উচ্চমাধ্যমিক পাস করে জামেয়ার ইন্টারভিউ পাস কর আর কর্তৃপক্ষ তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা পর্যবেক্ষন করে ভর্তির জন্য সম্মতি দেয় তবে ভাল কথা। তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভর্তি হতে পারবে। ১৫, ১৬ কিম্বা ১৭ বছর বয়সের কোন বিষয় নয়, ১৫, ১৬ কিম্বা ১৮ বছর পর্যন্ত জামেয়ায় ভর্তি হওয়া যায়। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পাস হতে হয়।

প্রশ্ন: কোন মাংস আপনার প্রিয়? হুযুর আনোয়ার বলেন, 'মাংস আমার খুব একটা পছন্দ নয়। '

পুনরায় প্রশ্ন করা হয় যে, তবে কি তিনি মাছ পছন্দ করেন?

হুযুর আনোয়ার: মাছ ভালবাসি। বাকি পশুদের মাংস খেলে দাঁত নষ্ট হয়। যারা বেশি মাংস খায় তাদের দাঁত নষ্ট হয়। তাই সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। শাক-সবজিও খাওয়া উচিত, এছাড়া ডাল জাতীয় খাদ্যও খাওয়া উচিত। মাংসও খাওয়া উচিত, তাই বলে মাংস খাওয়ার জন্য বেশি বায়না করা উচিত নয়।

প্রশ্ন: কিভাবে আপনার দেহরক্ষী হওয়া যায়?

হুযুর আনোয়ার: তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। আমার মতে যারা কোন কাজ করে না তারা দেহরক্ষী হয়ে যায়। তোমরা পড়ালেখা করে যোগ্যতা অর্জন কর। ডাক্তার কিম্বা ইঞ্জিনিয়ার হও।

একজন ওয়াকফে নও বলেন, 'আমি মুরুব্বী হতে চাই।' হুযুর আনোয়ার বলেন, মুরুব্বী হও, কিন্তু সাহেব হয়ে বসো না। সাহেব হলে তো বেকার হয়ে গেলে। মুরুব্বী কেবল মুরুব্বী থাকলেই ভাল থাকে। যেখানে সে সাহেব হয়ে বসে, ধরে নিও যে তার দ্বারা আমাদের কাজ আর হবে না।

প্রশ্ন: হুযুরের প্রিয় খেলা কোনটি? হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন তো আমি খেলি না, কিন্তু বাল্যকালে ক্রিকেট খেলতাম; ব্যাডমিন্টনও খেলেছি।

ইউনেস্কোতে হুযুরের ভাষণ

তাসমিয়া পাঠ করে হুযুর আনোয়ার ভাষণ আরম্ভ করে বলেন,

"সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

সর্বপ্রথম ইউনেস্কোর ব্যবস্থাপকদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা আজ আমাদেরকে এখানে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও আমি সমস্ত অতিথিদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এমন একজনের বক্তব্য শুনতে একত্রিত হয়েছেন, যে রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক নেতা কিম্বা বিজ্ঞানী কোনটাই নয়, বরং আহমদীয়া মুসলিম জামাত নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য মহৎ এবং সাধুবাদ যোগ্য। আমার জ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠা, আইন-শৃঙ্খলা, মানবাধিকার রক্ষা এবং শিক্ষার প্রসারই হল এর প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য । ইউনেস্কো সাংবাদিকতার স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক সম্পদ এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ করে। এর উদ্দেশ্য হল দারিদ্র দূরীকরণ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের প্রসার। এছাড়া ইউনেস্কো এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করে যে, মানুষ যেন এমন পৃথিবী রেখে যায় যা থেকে অনাগত প্রজন্ম কল্যাণমণ্ডিত থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা হয়তো একথা জেনে আশ্চর্য হবেন যে ইসলামী শিক্ষাও মুসলমানদেরকে এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য এবং মানুষের ক্রমাগত উন্নতির জন্য নিরন্তর চেষ্টারত থাকার দাবি করে। এই ধরণের সেবামূলক কর্মের ভিত্তি কুরআন করীমের প্রথম সূরার উপর রয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু-প্রতিপালক। এই আয়াতটি ইসলামি মতবাদের অক্ষ, যার দ্বারা মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল তাদেরই (মুসলমানদের) প্রভু-প্রতিপালক ও অন্নদাতা নন, বরং সমগ্র মানবজাতির তিনিই একমাত্র প্রভু এবং অন্নদাতা। তিনি রহমান ও রহীম। তাই তিনি জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র সৃষ্টিকুলের চাহিদা পূরণকারী। এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে একজন প্রকৃত মুসলনমান দৃঢ় বিশ্বাস করে যে সমস্ত মানুষ সমানভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তাই ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্দ্ধে এসে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ন্যায় মূল্যবোধের উপর সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

১১ পাতার পর.....

কিন্তু যাই হোক এরা এবিষয়ের অস্বীকারকারী অপরদিকে পত্রিকা বলছে যে সরকারও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই সংবাদটির বিরুদ্ধে ডেনমার্কের সরকারেরও তো ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার আছে। বর্তমানে যখন মুসলিম বিশ্বে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলছে সেই মূহুর্তে এই পত্রিকাটি একটি মনগড়া সংবাদ নিয়ে তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশ করল । এটা তো আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার সমান, এটি এই আগুনে ইন্ধন জোগানোর সামিল। আমরা এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি , ডেনমার্কের নিরাপত্তা বিভাগের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক আমাদেরকে পরিস্কার ভাষায় বলে দিল এবং বিষয়টি খন্ডন করে বলল এমন কখোনো হয়নি আর এবিষয়ে আমাদের কাছে কোনো সংবাদও নেই। যাই হোক তিনি বললেন যে আমরা আরও তদন্ত করব তাতে আরও অনেক বিষয় প্রকাশ পাবে। প্রথমে তারা পত্রিকায় লেখে যে এর ভিডিও টেপ আমাদের কাছে রয়েছে, কিন্তু যখন আমরা যোগাযোগ করলাম তখন তারা বলতে লাগল যে , ভিডিও নয় আমাদের কাছে অডিও টেপ আছে। যাই হোক যেরূপ আমি বলেছি যে মিথ্যার কোনো পা থাকেনা। এরা নিজেদের বিবৃতি পাল্টাতে থাকবে। পাকিস্তানি সাংবাদিকতা বা যে সাংবাদিকতার উপর পাকিস্তানি প্রভাব রয়েছে , তাদের অবস্থা এমনই ।

কিন্তু যাই হোক আমি এটা বলে দিচ্ছি যে এখন আর এভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি হবেনা। আমাদের উপর এই যে এত জঘন্য অভিযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এইরূপ পরিস্থিতে আহমদীদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছে এর বিরুদ্ধে যতদূর এখানকার আইন আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করে বিষয়টিকে শেষ অবধি নিয়ে যাব; যাতে মুসলমানরা অন্তত পক্ষে এই সব সৎ স্বভাবের মুসলমানরা তথাকথিত এই সব শিক্ষিত লোকদের নৈতিক স্তর সম্পর্কে অবগত হতে পারে। যেরূপ আমি পূর্বেও বলেছি যে আমাদের উপর সর্বদা জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে কিন্তু আমরা সর্বদা ধৈর্য্য নিয়ে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর এই আদেশ ও শিক্ষাকে সামনে রাখি।

তিনি (আঃ) বলেন:-" আমি উত্তমরূপে জানি আমাদের জামাত ও আমরা যা কিছু আছি এইরূপ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সমর্থন ও তাঁর সাহায্য আমাদের সঙ্গে থাকবে। তাই আমাদের করণীয় হল সরল ও সুদৃঢ় পথে চল এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রকৃত ও পূর্ণ আনুগত্য করা। কুরান শরীফের পবিত্র শিক্ষাকে নিজেদের রীতি ও অভ্যাসে পরিণত করা এবং কেবলমাত্র কথনের দ্বারা নয় বরং ঐ সকল বিষয়গুলিকে আমাদের নিজেদের কর্মধারা ও অবস্থা দিয়ে প্রমাণ করা। যদি আমরা এই পন্থা অবলম্বন করি তবে নিশ্চয় স্মরণ রেখো, যদি গোটা বিশ্ব সম্মিলিতভাবে আমাদেরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তবুও আমরা ধ্বংস হবনা । কেননা খোদা আমাদের সঙ্গে থাকবেন।"(ইনশাল্লাহ)

(আল হাকাম ২৪ সেপ্টেম্বও, ১৯০৪)

আল্লাহ তায়ালা সর্বদা এই উপদেশ অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করতে থাকুক । আল্লাহ তায়ালা সদা আমাদের সঙ্গে থাকুক এবং এই সকল দুশ্চরিত্রদেরকে এবার দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শনে পরিণত করুক।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ওয়াকফাতে নও বালিকাদের সঙ্গে

২ পাতার পর.....

এই সব সরকার গুলিরও বিবেচনা করা উচিত। এবং স্বার্থান্বেষী মোল্লা ও মৌলবাদের ফাঁদে পড়া উচিত নয়। আর যেখানে আমাদের কাছে আঁ হযরত (সাঃ) এর মর্যাদার সম্পর্ক এবং প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে আঁ হযরত (সাঃ) এর যে স্থান রয়েছে তারা প্রত্যেকে জানে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) যে কবিতা পড়তেন তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি । বিগত খুতবাগুলিতে আমি এবিষয়ে উল্লেখও করেছি। এই সম্পর্কে খুতবাও প্রদান করেছি। আমরা দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং করে চলেছি। সারা পৃথিবীতে আমাদের পক্ষ থেকে বিরোধ প্রদর্শনমূলক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিও ছাপানো হয়েছে। আর এই সব বিবৃতি আমরা কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে বা কারোর উদ্দেশ্যে কিম্বা মুসলমানদের ভয় বা আতঙ্কের কারণে দিইনি। বরং এটা আমাদের ঈমানের একটি অঙ্গ। এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদের জীবনের কোন্য মূল্য অবশিষ্ট থাকেনা। এই সম্পর্কে আমি হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর কিছু উদ্ধৃতি পড়ব যার দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর শিক্ষাবলীর সারসংক্ষেপ।

তিনি বলেন:-"আমাদের ধর্মের সারতত্ব এবং নির্যাস হল লা ই লাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ , আমাদের বিশ্বাস যা আমরা এই পার্থিব জীবনে পোষণ করি যার সঙ্গে আমরা আল্লাহ তায়ালার কৃপায় এই ইহ জগত থেকে প্রস্থান করব" (অর্থাৎ এই বিশ্বাসের সঙ্গেই আমরা এই পৃথিবী ত্যাগ করব)"যে হযরত সৈয়্যদনা ও মৌলানা মহম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) খাতামাননাবীঈন ও খাইরুল মুরসালীন যার হাতে দ্বীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এবং সকল কল্যানরাজি পরিপূর্ণ হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথ অবলম্বন করে খোদা তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।"

(ইজালা আওহাম , রুহানী খাজাঈন তৃতীয় খন্ড পৃঃ১৬৯-১৭০)

অতএব এটি আমাদের ঈমানের অংশ এবং হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। তাই যার এইরূপ ঈমান তার সম্পর্কে কিভাবে বলা সম্ভব যে তার মাধ্যম ছাড়া খোদা তায়ালা পর্যন্ত পৌাছে গেছে বা নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন :- " একমাত্র দ্বীনে ইসলাম সরল ও সুদৃঢ় পথ। এখন আকাশের নিচে একটি মাত্রই নবী রয়েছে এবং একটিই মাত্র কিতাব রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ(সাঃ) যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং সকল নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত রসুলের থেকে পূর্ণতম এবং খাতামুল আম্বিয়া এবং পুরুষোত্তম , যাঁর অনুসরণে খোদা তায়ালাকে পাওয়া যায়। এবং অন্ধকারের আবরণ উন্মোচিত হয় এবং ইহলোকেই প্রকৃত মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। এবং কুরআন শরীফ যা সত্য ও পরিপূর্ণ হেদায়ত এবং গুণাবলীতে পরিপূর্ণ , যার মাধ্যমে শ্বাশ্বত সত্যের জ্ঞান ও তত্ব জ্ঞান অর্জিত হয় এবং মানবীয় কলুষতা থেকে অন্তর পবিত্রতা লাভ করে এবং মানুষ অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও সন্দেহের আবরণ থেকে মুক্তি লাভ করে পূর্ণ বিশ্বাসের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া)

অর্থাৎ এখন যা কিছু অর্জিত হবে আঁ হযরত(সাঃ) এর মাধ্যমেই অর্জিত হবে। এবং তাঁর উপরই নবুয়ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাঁর ই শিক্ষার মাধ্যমে যত অন্ধকার ছিল তা দূরীভুত হয় ও জ্যোতি লাভ হয়। এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য তাঁরই মাধ্যমে অর্জিত হবে এবং প্রকৃত মুক্তিও তাঁরই মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এবং তাঁরই আনীত শিক্ষার মাধ্যমে অন্তরের সকল কলুষতা দূরীভুত হবে। তিনি আরও বলেন:-

"আমাদের নবী (সাঃ) সত্যের বিকাশের জন্য এক মহান সংস্কারক ছিলেন। যিনি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্যতাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনেন। এই গর্বে আমাদের নবীর (সাঃ) সঙ্গে কোনো নবী অংশীদার নেই। তিনি সমগ্র জগতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পেয়েছেন , কিন্তু তাঁর আবির্ভাবে সেই অন্ধকার জ্যোতিতে পর্যবসিত হয়েছে। তিনি (সাঃ) সেই জাতির মধ্যে আবির্ভুত হয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মৃত্যু বরণ করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সমগ্র জাতি শিরকের খোলস বর্জন করে একত্ববাদের পোশাক পরিধান করেছে। শুধুমাত্র তাই নয় বরং তারা ঈমানের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেছে এবং তাদের মাধ্যমে বিশ্বাস ও আনুগত্য ও সততার এমন সকল কর্ম সংঘটিত হয়েছে যার নজির পৃথিবীর কোনো প্রান্তে পাওয়া যায় না। এই অসাধারণ সফলতা আঁ হযরত(সাঃ) ভিন্ন আর কোনো নবীর সৌভাগ্য হয়নি। আঁ হযরত(সাঃ) এর নবুয়তের এটাই বড় প্রমাণ যে, তিনি (সাঃ) এমন এক যুগে আবির্ভুত হয়েছিলেন যখন যুগ অনন্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।, এবং স্বাভাবিকরূপেই একজন মহান সংস্কারককে হাতছানি দিচ্ছিল। এবং তিনি এমন সময় পৃথিবীতে থেকে প্রত্যাগমন করলেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ করে একত্ববাদ ও সত্যপথ অবলম্বন করে নিয়েছিল। এবং প্রকৃতপক্ষে এই পূর্ণ সংশোধন তাঁর (সাঃ)ই সঙ্গে বিশিষ্ট ছিল, কেননা তিনি (সাঃ) এক বর্বর চরিত্র ও পশু প্রবৃত্তি বিশিষ্ট জাতিকে মানবীয় শিষ্টাচার শিখিয়েছেন।"

(যে জাতি হিংস্র পশু তুল্য এবং পশুর ন্যায় জীবন যাপনকারী ছিল তাদেরকে মানবীয় শিষ্টাচার শেখান)

" কিম্বা ভিন্ন বাক্যে এরূপ বলা যায় যে পশুদেরকে মানুষে পরিণত করলেন। এবং মানুষ থেকে শিক্ষিত মানুষে পরিণত করেন এবং শিক্ষিত মানুষ থেকে খোদা প্রাপ্ত মানুষে পরিণত করলেন, এবং আধ্যাত্মিকতার রসদ তাদের মধ্যে সঞ্চার করলেন এবং সত্য খোদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তৈরী করলেন। খোদার রাস্তায় তারা পশুর ন্যায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং পিপীলিকার ন্যায় পদতলে পিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঈমানকে নষ্ট হতে দেয়নি বরং প্রত্যেক বিপদের সময় সামনের দিকেই অগ্রসর হয়েছে। অতএব নিঃসন্দেহে, আমাদের নবী (সাঃ) আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আদম ছিলেন। বরং তিনিই প্রকৃত আদম ছিলেন যার মাধ্যমে ও যার কল্যাণে সমস্ত মানবীয় শ্রেষ্ঠতা ও গুণাবলী উৎকষর্তার শীর্ষে পৌঁছেছিল। এবং সমস্ত শুভ শক্তি নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। এবং মনুষ্য স্বভাবের কোনো শাখা ফুল ও ফল হীন রইল না। এবং খাতমে নবুয়তের মর্যাদা তাঁর (সাঃ) যুগ পশ্চাদকাল হওয়ার কারণে অর্জিত হয়নি বরং এই কারণেও যে নবুয়তের চরম উৎকর্ষতা তাঁর (সাঃ) উপর সম্পন্ন হয়েছে। আর যেহেতু তিনি(সাঃ) আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশক স্থল ছিলেন এই জন্য তাঁর(সাঃ) বিধান শৌর্য এবং সৌন্দর্য্য উভয় গুণের ধারক ছিল। এবং তাঁর দুটি নাম মুহম্মদ ও আহমদ(সাঃ) এই কারণেই । তাঁর সাধারণ নবুয়তে কোনো অংশে কার্পণ্য ছিলনা, বরং প্রথম থেকেই তা সারা বিশ্বের জন্য ছিল।

(লেকচার শিয়ালকোট, রুহানী খাজায়েন খন্ড ২০, পৃঃ ২০৬-২০৭)

এই হচ্ছে জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষা যা আঁ হযরত (সাঃ) এর কল্যাণরাজি আজও প্রতিষ্ঠত আছে।

তিনি (আঃ) বলেন:-

" আঁ হযরত (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া।অর্থাৎ আমাদের নবী (সাঃ) এর পরে আর কোনো নতুন শরিয়ত , নতুন ধর্ম গ্রন্থ , নতুন আদেশমালা আসবেনা। আর এরা বলে নতুন শরীয়ত এনেছে এবং মির্যা গোলাম আহমদকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে।)

" এই গ্রন্থ এবং এই আদেশাবলীই বলবৎ থাকবে। আমার পুস্তকে নবী ও রসুলের বিষয়ে আমার সম্পর্কে যে কথা পাওয়া যায় তার উদ্দেশ্যে কখোনোই এটা নয় যে কোনো নতুন শরিয়ত (বিধান) বা আদেশাবলী শেখানো হবে। বরং উদ্দেশ্যে এটাই যে আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বাস্তবিক প্রয়োজনের সময় কাউকে প্রত্যাদিষ্ট করেন তখন তাঁকে আল্লাহ তায়ালা নিজের সাথে বাক্যালাপের সম্মান প্রদান করেন। এবং তাঁকে অদৃশ্যের সংবাদ দেন। এই অর্থে নবী শব্দ ব্যবহার করা হয়।" (যার সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা অধিকহারে সংলাপ করবেন তার জন্য নবী শব্দ ব্যবহার করা হয়।) " এবং সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি নবীর উপাধি পায়। অর্থ এই নয় যে নতুন শরিয়ত প্রদান করবেন বা আঁ হযরত(সাঃ) এর শরিয়তকে রহিত করবেন। নাউজুবিল্লাহ।" (এই অপবাদ আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।) " বরং এগুলি যা কিছু সে প্রাপ্ত হয়, আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রকৃত ও পূর্ণ আনুগত্যের ফলে প্রাপ্ত হয়। এবং সেটা ভিন্ন পাওয়া সম্ভবই নয়।"

(আল হাকাম ১০ জানুয়ারী , ১৯০৪)

অতএব যখন দাবীকারী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন যে আমি সমস্ত কিছু তার থেকে অর্জন করছি এবং তিনি ছাড়া কোনো কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। এবং তাঁর মান্যকারীরাও এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে যে ইনি আঁ হযরত(সাঃ) এর প্রকৃত ভৃত্য, তবে এই মিথ্যারোপ এবং অসত্যের উপর ভিত্তি করে সাজানো কথাবার্তা মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু নয়। আর এমন লোকজন সবসময় এটা করেই থাকে। অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করা ছাড়াও এই শয়তানি শক্তিগুলিকে (শয়তান তো সর্বদা সঙ্গে লেগে থাকে) ঈর্ষার আগুন গ্রাস করতে থাকে। এরা জামাতের উন্নতি দেখতে পারেনা। এদের চোখে জামাতের উন্নতি বিঁধতে থাকে। এরা যত খুশি জঘন্য আচরণ করুক , পূর্বেও এরা করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো করতে থাকবে। এই ধরণের মানুষ জন্ম নিতে থাকবে, শয়তান বহাল থাকবে- এই উন্নতি এদের নোংরা গতিবিধির কারণে স্তব্ধ হয়ে যাবেনা। ইনশাল্লাহ

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ)এর দৃষ্টিতে আঁ হযরত(সাঃ) এর সুমহান মর্যাদা

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আঁ হযরত (সাঃ) এর মর্যাদা সম্পর্কে আরও বলেন যে, :

" সেই সর্বোচ্চ স্তরের 'নূর' (আলো) যা মানুষকে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ

পূর্ণ মানবকে,যা ফিরিস্তাগণের মধ্যে ছিলনা, নক্ষত্ররাজিতে ছিলনা, চন্দ্রে ছিলনা, সূর্যে ছিলন, তা পৃথিবীর মহাসমূদ্র সমুহে ছিলনা, নদী সমূহে ও ছিলনা। ছিল না মুক্তো মানিক্যে, পান্নাতে ও আর মোতিতেও, তা কোনো পার্থিব ও অপার্থিব বস্তুতেও ছিলনা কেবল মাত্র মানুষের মধ্যে ছিল অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে, যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও প্রভু, নবীগণের নেতা অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)

(আয়নাতে কামালাতে ইসলাম)

অতএব যারা নিজেদেরকে আঁ হযরত(সাঃ) এর অনুরাগী মনে করে তথাপি আমাদের উপর অপবাদ দেয় যে নাউজুবিল্লাহ আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে তাঁর চায়তে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি, তবে এটা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এরা তাদের কোনো উলেমাদের মুখ থেকে আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রশংসা সূচক এই মানের বাক্য তো দূরাস্ত, এই মানের লক্ষ ভাগের একভাগও তারা উচ্চারণ করে দেখাক , যা আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রশংসায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। এগুলি আঁ হযরত (সাঃ) এর বরকতমন্ডিত সত্তা সম্পর্কে তাঁর সেই প্রকৃত প্রেমির কথা যাঁকে তোমরা মিথ্যাবাদী বল। এই ব্যক্তির ওঠা-বসা প্রত্যেকটি অবস্থা তাঁর প্রভু ও অনুসরনীয় নেতা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)এর আনুগত্যে ব্যতীত হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ)এর সত্তার বিষয়ে এমন গভীরতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় তোমরা নিজেদের লিটেরেচারে প্রদর্শন করে তো দেখাও যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) উপস্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আরও বলেন এবং এটিই জামাতের জন্য সকল যুগের শিক্ষা, যার উপর জামাত পরিচালিত হয়, সেটা হল এই যে আমরা আইনের মধ্যে থেকে সহন করে নিই।

তিনি(আঃ) বলেন :- " আমাদের ধর্মের এটাই সারাংশ। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে খোদা তায়ালা সম্পর্কে নির্ভীক হয়ে আমাদের সম্মানীয় নবী হযরত মহম্মদ(সাঃ) কে নোংরা ভাষায় সম্বোধন করে এবং তাঁর উপর অপবিত্র অপবাদ আরোপ করে এবং গালমন্দ করা থেকে বিরত হয়না তাদের সঙ্গে আমরা কিরূপে সন্ধি করতে পারি। আমি সত্যি সত্যি বলছি যে আমরা মরুভূমির সাপ এবং জনমানবহীন জঙ্গলের হিংস্র পশুর সঙ্গে আপোষ করতে পারি কিন্তু সেই সকল লোকেদের সঙ্গে আপোষ করতে পারিনা, যারা আমাদের সেই প্রিয় নবী (সাঃ) উপর অপবিত্র আক্রমণ করে, যিনি আমাদের প্রাণ, এবং মাতা পিতার চাইতেও অধিক প্রিয় । খোদা তায়ালা আমাদেরকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন । আমরা এমন কর্ম করতে চাই না যার দ্বারা ঈমান ধ্বংস হতে থাকে।

(পয়গামে সুলাহ,)

এই হল আমাদের শিক্ষা। এটা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) প্রদত্ত শিক্ষা এবং এই হল আমাদের অন্তরের মাঝে আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালবাসার প্রজ্জ্বলিত আগুন ও তার সঠিক জ্ঞান যা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) আমাদেরকে প্রদান করেছেন। এর পরেও যদি একথা বলা হয় যে নাউজুবিল্লাহ কার্টুন প্রকাশনার বিষয়ে আহমদীরা পত্রিকা ও ডেনমার্কের সরকারকে উৎসাহিত করেছিল এবং তারপর তারা কার্টুন প্রকাশ করেছে, তবে আর কিছুই বলার থাকে না। এদের উপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত ছাড়া আর কি বলা যায়।

তরবারির যুদ্ধের তাৎপর্য।

দ্বিতীয়ত তিনি জিহাদকে রহিত করছেন। প্রথমে সে এই বিষয়টি লিখেছিল কিন্তু যেহেতু পূর্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অর্থাৎ এই যে নাউজুবিল্লাহ আমরা আঁ হযরত (সাঃ) কে নবী বলে মান্য করি না বা তাঁর শিক্ষা বর্তমানে বাতিল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা সে জিহাদের রহিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে লিখেছিল। এই বিষয়ে মুসলমানদের নিজেদের লিডার বিগত দিনে যখন তাদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে , যে শক্তিগুলির এরা স্তাবক এবং যাদের থেকে নিয়ে এরা ভক্ষন করে তারা যখন এদেরকে চেপে ধরেছে তখন তাদেরই কথা মত এই বিবৃতি দিয়েছে যে বর্তমানে জেহাদের যা পরিভাষা দেওয়া হয় এবং কিছু মুসলমান সংগঠন প্রায় দিন যে কর্মকান্ড করে থাকে সেটা জেহাদ নয় , এগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। সংবাদ পত্রে তাদের বিবৃতি ছাপা হয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার সূচনা লগ্ন থেকেই এই অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষা রয়েছে যে বর্তমান যুগে এরূপ পরিস্থিতিতে জেহাদ বন্ধ আছে এবং এটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ।

এই সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:-

" আমাদের নবী (সাঃ) এবং তাঁর সম্মানীয় সাহাবাদের লড়াই তো কেবল মাত্র নিজেদেরকে কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ছিল। বা এই কারণে ছিল যেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং যারা অস্ত্র দ্বারা ইসলামকে বাধা দিতে চায় তাদেরকে অস্ত্র দ্বারা পিছু হটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এখন বিরোধীদের মধ্যে কে আছে যে দ্বীনের জন্য অস্ত্র ধারণ করে। আর ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে কে বাধা দেয়। আর কে মসজিদে নামাজ পড়তে ও আজান দিতে নিষেধ করে।"

(তরয়িকুল কুলুব, রুহানি খাজায়েন খন্ড ১৫ পৃঃ ১৫৯-১৬০)

অর্থাৎ আজান দিতে কেউ নিষেধ করেনা। কেবলমাত্র পাকিস্তানে আহমদীদেরকেই নিষেধ করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা নীরব আছি , আমরা তো কোনো চেঁচামেচি করিনি। আজান ছাড়াই নামাজ পড়ে নিই। তিনি আরও বলেন:-" সহী বুখারী (কিতাবুল আম্বিয়া , বাব নুজুলে ঈসা ইবনে মরিয়ম) তে মসীহ মওউদের মর্যাদায় সুস্পষ্ট হাদিস বিদ্যমান আছে যে 'ইয়াজুল হারব' অর্থাৎ মসীহ মওউদ যুদ্ধ করবে না। তবে কিরূপ আশ্চর্যের কথা যে একদিকে আপনারা নিজেদের মুখে বলেন যে সহী বুখারী কুরান শরীফের পর সবথেকে সঠিক কিতাব আর অপর দিকে সহি হাদিসের তুলনায় এমন সব হাদিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে বসে আছেন যেগুলি সহী বুখারীর হাদিসের বিপরীত।"

(তরয়িকুল কুলুব, রুহানী খাজায়েন খন্ড১৫ , পৃঃ ১৫৯)

অতএব এই হল জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টি ভঙ্গি এবং সেটা কুরান ও হাদিস অনুযায়ী। আর আমরা দামামা বাজিয়ে প্রকাশ্যে আমরা ঘোষণা দিচ্ছি এবং দিতে থাকব যে এরা যে জেহাদের বুলি আওড়াচ্ছে যার অন্তরালে সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই থাকেনা সেটা জেহাদ নয় এবং তা প্রত্যক্ষভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। গতকালকেই করাচিতে যে আত্মঘাতী হামলা হয়েছে, এর পিছনেও এরাই রয়েছে যারা ইসলামকে কলঙ্কিত করছে। এই আক্রমণ দ্বারা তারা নিজের দেশের নিরপরাধী মানুষের প্রাণও কেড়ে নেয়। এই সকল অপকর্ম করে এরা নিজেরাই ইসলাম ও আঁ হযরত(সাঃ) এর শিক্ষার অমান্যকারী প্রতিপন্ন হচ্ছে। আহমদীরা তো আজকে আঁ হযরত(সাঃ) এর বার্তা সারা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জেহাদ করছে। এদের মধ্যে কে আছে যে ইসলামের শিক্ষাকে এভাবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। হ্যাঁ, তবে তোমাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও ইসলামকে কলঙ্কিত করার যে জেহাদী চেষ্টা রয়েছে তার সঙ্গে আহমদীরা না কখনো যুক্ত হয়েছে আর না ভবিষ্যতে হবে। যাই হোক এগুলি জামাতে আহমদীয়াকে বদনাম করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা, যা পূর্বেও হয়ে এসেছে।

জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার এবং ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের পূর্ণ তদন্ত করানো হবে যাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়।

তাই আমি এই পত্রিকার উদ্দেশ্যে বলব যে , এদের স্মরণ রাখা উচিত যে এটা সেই দেশ নয় যেখানে আইনের শাসন নেই, পাকিস্তানের মত যেখানে যদি মোল্লাদের ইচ্ছে হয় অথবা তাদের ইচ্ছে হয় তবে আইন ক্রিয়ান্বিত হবে, অন্যথায় ন্যায় বিচার হবে না। যাই হোক এদের মধ্যে কিছুটা হলেও ন্যয়পরায়ণতা বিদ্যমান। আমরা সমস্ত বিবরণ একত্রিত করছি এবং রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। সেই অধিকারিকের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সংবাদ প্রচার করা যে ডেনমার্কের অধিকারিক একথা বলেছে যে আহমদীদের আশ্বাস দেওয়ার পর নাউজুবিল্লাহ আঁ হযরত (সাঃ) এর শিক্ষা রহিত হয়ে গেছে , তারা কার্টুন প্রকাশ করেছিল। এর দ্বারা পক্ষান্তরে ডেনমার্কের সরকারের উপরও অভিযোগ সাব্যস্ত হয় যে সেখানকার সরকারও এই কাজে লিপ্ত রয়েছে। অথচ সেখানকার প্রধানমন্ত্রী জোর গলায় বলছেন , কয়েকবার বিবৃতি দিয়েছেন যে এটা সংবাদ পত্রের কার্যকলাপ আমরা এটিকে অপছন্দ করি কিন্তু সাংবাদিকতার স্বাধীনতার কারণে আমরা কিছু বলতে পারছিনা। সাংবাদিকতার স্বাধীনতা কি জিনিস আর কি নয় সেটা এক ভিন্ন বিষয়।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 16 July , 2020 Issue No.29

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

৮ই অক্টোবর, ২০১৯

তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত

১) ভ্যালেরি থোরিন সাহেবা (প্রোটেস্ট্যান্ট সাংবাদিক এবং আফ্রিকান বিষয়াদিতে বিশেষজ্ঞ। তাদের প্রোটেস্ট্যান্ট রেডিও চলছে যেখানে একজন আহমদী বন্ধু সৈয়্যদ আদিবী সাহেব জামাতের বিষয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।)

২) ফ্লোরেন্স টাউবম্যান সাহেবা (ভদ্রমহিলা এভানজেলিক্যাল চার্চের পাদ্রী এবং খ্রীষ্টান-ইহুদী মৈত্রী কমিটির সদর)

৩) আলফোনসিনা বেলিও সাহেবা (ভদ্রমহিলা সমাজবিদ এবং বিশিষ্ট Religuous Labortory of research-এর সঙ্গে যুক্ত।)

এঁরা প্রত্যেকে একে একে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে পরিচয় করেন।

আলফোনসিনা বেলিও সাহেবা বলেন যে তিনি ফ্রান্সের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, “এই জলসায় অংশ গ্রহণ করা আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ছিল। জলসায় হুযুর আনোয়ার আফ্রিকার অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণও দিয়েছেন। এটি আমাদের দেশের জন্যও ঐতিহাসিক দিন ছিল।

তিনি বলেন, “ আমি প্যারিসে থাকি, কিন্তু আমার শেকড় ইতালিতে। ” মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা হলে জিজ্ঞাসা করা হয় যে দুটি দেশের মধ্যে কোন দেশটি বেশি ব্যয়বহুল। এর উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, ‘রোমেও মুল্যবৃদ্ধি আছে, কিন্তু প্যারিসে তুলনামূলকভাবে বেশি।

ফ্লোরেন্স টউবম্যান বলেন, “ আমি প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। আমাদের চার্চের অধীনে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের রয়েছেন। মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, “ বর্তমান বিশ্বে মানুষ ধর্মকে গ্রাহ্য করে না। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ জরুরী, যেখানে ধর্মহীন মানুষদের আহ্বান করা উচিত। যেখানে মানুষ কোনও ধর্মের বিপক্ষে না বলে নিজের ধর্মের গুণাবলী তুলে ধরবে এবং বলবে যে সমাজে সকলকে মিলেমিশে বসবাস করা উচিত। আমরা সকলে একই সমাজে বসবাসকারী।

হুযুর আনোয়ার বলেন,“ এই মূহুর্তে জরুরী হল সমাজে মানুষকে খোদার সঙ্গে পরিচিত করা। এবিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। গোড়ার কথা হল প্রত্যেকের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তোলা দরকার যে খোদা এক-অদ্বিতীয়। প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম আছে, কিন্তু খোদাকে চেনা মূল বিষয়।

ভ্যালেরি থোরিন সাহেবা বলেন, “আমরা প্রতি পাক্ষিককালে রবিবার রেডিওতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করি, যার শ্রোতা সংখ্যা চার লক্ষ। একজন করে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও আহমদী প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। আহমদী প্রতিনিধির নাম সৈয়্যদ আদিবি।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে মুসলমান এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারা কিরূপ?

ভদ্রমহিলা উত্তর দেন, “এখনও পর্যন্ত লোকেরা ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে অবগত নয়। যেদিন থেকে আহমদীকে রেখেছি, আমাদের শ্রোতাসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানতে পাচ্ছে। যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে তা ইতিবাচক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, “ আসল কথা হল ইসলামের অর্থই হল শান্তি।”

তিনি বলেন, “ আসার সময় পথে অনেক বেশি ট্রাফিক ছিল। সব থেকে বড় যে ট্রাফিক আমি দেখেছি, সেটি হল নাইজেরিয়ার লেগুস শহরে। এর বিশেষ নাম ‘গো স্লো’। সেখানে কেউ ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলে না।’

ভদ্রমহিলা বলেন, “ কিছুকাল নাইজেরিয়ায় থাকার আমারও অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনি একেবারে সঠিক কথাই বলেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, “আমি ৮ বছর ঘানায় থেকেছি। আফ্রিকাকে ভালভাবে চিনি। আফ্রিকানদের মধ্যে ঘানার মানুষ সব থেকে বেশি বিনয়ী ও সুশৃঙ্খল।

ওয়াকফে নওদের প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন: যদি খলীফা না হতেন তবে হুযুর কি হতেন?

হুযুর আনোয়ার: আমি আগেও দ্বীনের খেদতম করছিলাম, এমনিতেও জামাতের কাজ করতে থাকতাম। তাছাড়া আমি কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম না, আর কেউই এমন অপেক্ষায় থাকে না।

প্রশ্ন: ফ্রান্সের জলসা কেমন লাগল?

হুযুর আনোয়ার: এটা তো জলসা নয়, ছোট একটা অধিবেশন বলা যায়। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাদের উপস্থিতি সংখ্যা ছিল ৬ হাজার আর তোমাদের গোটা জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ২৭০০-২৮০০জন ছিল।

প্রশ্ন: মুসলমান মায়েদের পায়ের নীচে জান্নাত থাকে, তবে কি অমুসলিম মায়েদের পায়ের নীচে থাকে না?

হুযুর আনোয়ার: প্রত্যেক মা, যে নিজের সন্তানকে সঠিকভাবে লালন পালন করে, তাদেরকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে, তবে স্পষ্টতই সে সৎ কর্ম করবে এবং জান্নাতে যাবে। প্রথমতঃ মায়েদের সেবা করা উচিত। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত মায়েরা ধর্মপ্রাণ, তারা নিজেদের সন্তানকে ন্যায়পরায়ণ বানায়, ধর্ম শেখায়, আল্লাহ্ তা’লার ইবাদত করা শেখায়, উন্নত নৈতিকতা শেখায়, আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকে পছন্দ করে। আর তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে মায়েদের সেবা করা, আদেশ পালন কর। অপরদিকে মায়েদের বলা হয়েছে যে তারা যেন সন্তানকে লালন পালন করে এবং তাদেরকে চরিত্রবান বানায়। জান্নাতে নিয়ে যাওয়া আল্লাহ্ তা’লার কাজ। আল্লাহ তা’লা ভাল জানেন যে কাকে নিয়ে জান্নাতে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে সমস্ত মায়েরা সন্তানকে লালন পালন করে তাদেরকে সদচরিত্রবান বানায়, তারা আল্লাহ্ তা’লা সম্পর্কে মারেফাত লাভ করে এবং তাঁর ইবাদতকারী হয়, সৃষ্টির সেবাকারী এবং তাদের অধিকার প্রদানকারী হয়, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা জান্নাতে যাবে। মানুষ মুসলমান হোক বা অমুসলিম, সেই ব্যক্তিই উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যে নিজের মা-বাবাকে সম্মান দেয়, তাদের সঙ্গত কথাগুলি মেনে চলে। আল্লাহ্ তা’লা কুরআন করীমে একথাই বলেছেন যে তাদের কথা মেনে চল এবং তাদের সেবা কর, কিন্তু যদি তারা বলে, আল্লাহ্‌র বিপরীতে অংশীদার বানাও, তবে তাদের কথা মানবে না।

প্রশ্ন: আপনি কতগুলি দেশ ভ্রমণ করেছেন?

হুযুর আনোয়ার: বেশ অনেকগুলি দেশ ভ্রমণ করেছি। রিপোর্ট পড়ে সংখ্যা জেনে নিও; আনুমানিক ৩৫ বা ৩৬টি দেশ ভ্রমণ করেছি।

প্রশ্ন: হুযুর, আমার বয়স এখন পনেরো। আগামি বছর কি আমি

এরপর ৯ পাতায়....

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

“দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir